www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ : http://www.alipurbarta.org

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

এবারেও তারাপীঠ, শেষপর্ব ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ – ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ ঃ ২৯ নভেম্বর – ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.6, 29 November - 5 December, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে খুশি জামাত–ই ইসলামি সমর্থকরা, উদ্বিগ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

কুনাল মালিক

কলকাতা : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ড প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ওটা 'র' এর চক্রান্ত হতে পারে। 'র' হল কেন্দ্রের সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্সি সংস্থা। মমতা যে ভাবে মন্তব্য করেছেন, তাতে করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উদ্বিগ্ন। কারণ এর ফলে জেহাদি মৌলবাদী সংগঠকরা উৎসাহ পাবে। তাছাড়া যেহেতু বিষয়টির এখনও তদন্ত শেষ হয়নি, তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য করা উচিত কিনা সে নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর দুই বাংলার মৌলবাদী জামাত ইসলামি সংগঠনের নেতা ও সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বেজায় খুশি।

পশ্চিমবঙ্গকে অনেক আগেই জঙ্গিরা তাদের সেফ করিডর বানিয়েছে। তার ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলেছে। ভোটের রাজনীতির স্বার্থে পূর্বে বামপন্থীরা মুসলমান সমাজকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তাদের কোনো সংস্কার করেনি। ভোটের স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ অনুপ্রবেশ করলেও রাজনীতির নেতারা মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছেন। বর্তমানে চিত্রটা পাল্টে গেছে। এখন বাংলার শাসক দল তৃণমলের মূল প্রতিপক্ষ বিজেপি ক্রমশ উঠে আসছে। এখন মুসলিম ভোট ধরে রাখার জন্য শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে যত সুর চড়াবে এবং মুসলিমদের অতি তোষণ করবে, ততই মৌলবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী জামাতি ইসলামের মতো নিষিদ্ধ সংগঠনের পোয়া বারো। কারণ সব মুসলিম জেহাদীও নয় দেশদ্রোহীও নয়।

কিন্তু মুসলিম সমাজের একাংশের অশিক্ষা, অভাব আর ধর্মীয় গোঁড়ামীকে হাতিয়ার করে মৌলবাদীরা তাদের মগজ ধোলাই করে ভুল পথে চালিত করবে। তারই ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কোণায় কোণায় নানা বিষবৃক্ষ গজিয়ে উঠেছে। এখনই আমাদের সচেতন হতে হবে। সবার ওপর দেশ। কোন একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষদের তোষামোদ করতে গিয়ে যাতে দেশের অভ্যন্তরীন শান্তি বিঘ্নিত না হয় সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পথের পাশে আপনজনকে ফেলেই স্বর্গে যায় সততা

ওঁকার মিত্র

কে কত বড় রাজনীতিক তা বোঝা যায় তীব্র আক্রমণ, কুৎসার মুখে কে কতটা নিজের লক্ষ্যে স্থির, অবিচল, স্বচ্ছ তাই দেখে। ইতিহাস সেই সব রাজনীতিকদেরই মনে রাখে যারা তাদের চলার পথে নতুন নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করেন। মহাভারত আজও আমাদের মননে জীবন্ত হয়ে ওঠে তার কারণ সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে রাজনীতির নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে বহু রাজনীতিবিদ ভারতবাসীর মনে চিরকালীন স্থান করে নিয়েছেন নিজেদের অভিনব ভাবনার মধ্যে দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গেও রাজনীতিকের অভাব নেই, কিন্তু ক'জনকেই বা মানুষ মনে রেখেছে? তারই মধ্যে বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু নতুন রাজনীতি সৃষ্টি করে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে নিয়েছেন। এইসব রাজনীতিকরা শিখিয়েছেন কুৎসা, অপপ্রচারের সময় ধীর, স্থির হয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হবে। সবচেয়ে কম কথা বলতে হবে এই সময়টাতেই। তবেই ইতিহাস হওয়া সম্ভব, নয়তো নয়।

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের নেতা–নেত্রীদের দেখে বোঝা যাচ্ছে অতীত সফল রাজনীতিকদের জীবন থেকে তাঁরা কোন শিক্ষাই নেন নি। দলের কর্ণধারকে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস অবধি স্বচ্ছ থাকতে হয় নইলে স্থান হয় পথের পাশে আস্তাকুঁড়ে। মহাভারত দেখুন। পাণ্ডবরা একটি দল। সেই দলে প্রথমে আছে সততা। তারপর শক্তিমান, তারপর লক্ষ্যভেদ নিপুণতা, তারপর আনুগত্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

যত হইচই সারদা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ আমানতকারী সর্বস্ব হারিয়ে হাহাকার করতে থাকে। সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়ে এই সংস্থার গ্রামগঞ্জের এজেন্টরা। রাতারাতি তারা এলাকায় ভিলেন হয়ে যায়। শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতীরা চাকরি না পেয়ে অনেকেই সৎভাবে সারদার এজেন্ট হয়েছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সারদার ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য শ্যামল সেন কমিশন করে ক্ষতিপূরণের তহবিল গড়েন। বেশ কয়েক হাজার আমানতকারী কিছু অর্থ ফেরৎও পায়। কিন্তু সারদা ছাড়াও আরো বহু সংস্থা গ্রাম–গঞ্জ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তুলেছে। সেখানেও হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতী কাজ করত। তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাদের কথা কেউ ভাবছে না। সারদা ছাড়াও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হল রোজভ্যালি, টাওয়ার, ক্যালকাটা ওয়্যার, সিলিকন প্রজেক্টস, এনভিডি ইত্যাদি। এই সংস্থাগুলোর আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ ফেরৎ দিতে পারছে না। অনেক সংস্থা চেক দিয়েছে, কিন্তু তা বাউন্স হয়ে গেছে। ফলতা এলাকার ক্যালকাটা ওয়্যারের এজেন্ট অপর্ণা মালিক জানালেন, তিনি দুবছর ধরে ওই সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিলেন। সাড়ে চার বছরে টাকা ডবল হবে বলে সংস্থার কথা অনুযায়ী অনেক টাকা তুলেছি। কিন্তু আমানতকারীরা জমা অর্থ ফেরৎ না পাওয়ায় আমাকে হেনস্থা করছে। কি করব বুঝতে পারছি না। আমার সিনিয়ররাও কিছু করতে পারছে না। এই সংস্থার কর্ণধার সাজাহান খান।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেহাদি হামলা রুখতে ...

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত 'ভারতের অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার বিপদ' নিয়ে এক আলোচনাসভায় শুক্রবার প্রধান বক্তা ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড বা এনএসজি–র ডিজি জে এন চৌধুরী। অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে সিভিক পুলিশের কর্মক্ষম হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। *ছবি: উৎপল কুমার রায়*

আতস কাঁচে

শুরু হল লেখাপড়া এবার ভূগোল পাঁচের পাতায়।

কলুষিত ভারতীয় খেলাধুলার জগতের সাম্প্রতিকতম খবর পাবেন আটের পাতায়।

প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের শূন্য আসনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে দ্বন্দ্ব ঠাকুরবাড়িতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ল। প্রথামাফিক ছ'মাসের মধ্যে এই উপনির্বাচন সঙ্ঘটিত করতে হবে। আসন্ন এই উপনির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঠাকুরবাড়ির কোনও সদস্যকেই প্রার্থী করা হতে পারে বলে দলীয় সূত্র একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এই প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে রীতিমত অভ্যন্তরীণ তথা পারিবারিক দ্বন্দ্ব। কারণ তৃণমূলের এই প্রার্থীপদে ঠাকুরবাড়ির দুজন সদস্য দাবিদার। একজন হলেন প্রয়াত সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী মমতাবালা ঠাকুর ও অন্যজন রাজ্যের মন্ত্রী তথা প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের ভাই মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র তথা কপিলকৃষ্ণের ভাইপো সুব্রত ঠাকুর। উল্লেখ্য বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রাথমিক পর্যায়ে তৃণমূলের প্রার্থী পদে উঠে এসেছিল সুব্রত ঠাকুরের নাম। কিন্তু বড়মা বীণাপাণি দেবীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তৃণমূল নেত্রী প্রার্থী করেন কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরকে। এরপর জয়লাভও করেন তিনি।

উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবার আগেই কে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে রীতিমত টানাপোড়েন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রীর ইচ্ছা, কপিল–পত্নী মমতাবালাকে তৃণমূলের প্রার্থী করার। এর কারণ হিসেবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মন্তব্য, কপিলকৃষ্ণের মৃত্যুকে ঘিরে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের মধ্যে স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এই অংশটা কপিল–পত্নী মমতাবালাকেই তৃণমূলের প্রার্থী করতে আগ্রহী। কার্যতঃ এই প্রার্থী করাকে নিয়ে মতুয়ারা ইতিমধ্যে একপ্রকার দ্বিধাবিভক্ত। অন্যদিকে এই প্রার্থী বাছাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও ঠাকুরবাড়ির এই দ্বন্দ্বের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নামতে চলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা–কর্মীরা। কারণ পশ্চিমবঙ্গে গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে বিজেপি একটিতে জয়লাভ ও অন্যটিতে দ্বিতীয় স্থানলাভ করে।

এইসাথে সদ্য সমাপ্ত হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে বিজেপি ব্যাপক সাফল্য পায়। এরপর দলনেতা অমিত শাহ, সিদ্ধার্থনাথ সিংহ সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য রয়েছে বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করা। বর্তমানে এই রাজ্যে

কংগ্রেস যেমন ক্ষয়িষ্ণু তেমনই বামফ্রন্টও রীতিমত বিপর্যস্ত। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট ও কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্র দুটির উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। অথচ এই বসিরহাটেই আটবারের বিজয়ী প্রার্থী নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণেই উপনির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন বামফ্রন্ট প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বামপন্থী ভোটের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে বেছে নিতে চলেছে। এছাড়াও সারদা সহ বিভিন্ন চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, সিন্ডিকেট ব্যবসা ও তোলাবাজি বৃদ্ধি, ছাত্র আন্দোলন এবং সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে একের পর এক শাসকদলের যোগসাজশের খবরে সাধারণ মানুষ রীতিমত বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন।

তারা ক্রমশই তৃণমূলের দিক থেকে সরে আসছেন এবং আগামীদিনে বিকল্প দল হিসেবে বিজেপিকেই বেছে নিতে চলেছেন। এমতাবস্থায় বনগাঁর উপনির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কারণ বিগত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পদে দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকুরনগরের তৎকালীন মতুয়া সম্পাদক কে ডি বিশ্বাস। তবে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের গ্রহণযোগ্যতার কাছে শেষমেষ পরাজিত হতে হয় তাঁকে। কিন্তু বর্তমানে ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরে যে অন্তর্দ্বন্ধ দানা বেঁধেছে, তা তৃণমূলের পক্ষে অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রার্থী বাছাই নিয়ে ঠাকুরবাড়ির এই দ্বন্দ্ব না মিটলে, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপ নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যলাভের পথ প্রশস্ত হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞমহল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর বনগাঁয় সভা করে গেলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশা করা গিয়েছিল, এদিন তিনি উপনির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী বাছাইয়ের উপর আলোকপাত করবেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তব্য রাখলেও এদিন প্রার্থী বাছাই প্রসঙ্গে নীরব ছিলেন। ফলে ঠাকুরবাড়ির দ্বন্দ্ব যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গেল বলে মতুয়ামহলের অভিমত।

N·S·D·C National Skill Development Corporation

NSHM Udaan SKILLS FOUNDATION

এখন

কাকদ্বীপে

কাকদ্বীপ, নয়াপাড়া (প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে)

শুভ উদ্বোধন

৭ই ডিসেম্বর রবিবার, ২০১৪, বেলা ২.৩০ টা

- Better modules in vocational sector
- Diploma in Management

100% Placement assistance

Call us at : 9832538259

শেয়ার বাজারেও রয়েছে চাকরির অফুরন্ত সুযোগ

এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন এনসিএফএমের

শুদ্ধাশিস গুহ

সারাদিন মানুষ যে ছুটছে তার মূল লক্ষ্য অর্থ উপার্জন। এই টাকা রোজগারের খাতিরে কত রকম জীবিকাই যে তারা বেছে নেয় তা বলার নয়। আসলে বেঁচে থাকার তাগিদ মনুষ্যকূলকে নানা ধরণের কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। মোটামুটি একটা পরিশ্রমের পর একটু স্বচ্ছভাবে জীবনযাপন করার অধিকার সকলেরই আছে। আর রোজগার বলতে নিশ্চিতভাবেই সাধারণ মানুষ চান সৎ পথে আয় করার। এই জীবিকার টানে কতরকম পেশায় যে অহরহ জড়িয়ে পড়তে হয় তা বলা খুব কঠিন। মানে এর সংখ্যা অগণিত। যার একটা ভরকেন্দ্রে অবস্থান করছে অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল আয় বৃত্তি। এর আবার বড় একটা অংশ জুড়ে বিরাজ করছে শেয়ার বাজার।

এমনিতে অর্থনীতির এই চক্রব্যূহে কত ধরণের মানুষ যে চাকরি করছেন তা প্রশ্নাতীত। দিনে দিনে শেয়ার বাজারের সঙ্গে প্রচুর মানুষ যুক্ত হচ্ছেন। না এদের মধ্যে সবাই কিন্তু শেয়ার বাজারে লক্ষাধিক বা কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন না। বরং মাসের শেষে একটা বড় অংশের টাকা এর মাইনে হিসেবে তুলে নিচ্ছেন। শেয়ার বাজারে রোজগারের মান যথেষ্ট ভালো বলেই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এবার দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজারে মানে ভারতের এই অর্থনীতির বাজারে কতরকম পদ এবং কি ধরণের কাজ রয়েছে। প্রথমে এটা জেনে নেওয়া দরকার এই শেয়ার বাজারে সম্মানজনক চাকরি পেতে ভারত সরকার তথা সেবি স্বীকৃত পড়াশুনা বা পরীক্ষার নাম এনসিএফএম। দক্ষিণ কলকাতার একটি জনপ্রিয় সিনেমা হলের পাশে এনসিএফএম–এর দপ্তর। যারা উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরের পড়াশুনা শেষ করেছেন তাদের জন্য কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ শেয়ার বাজারের চাকরি। মিডিয়া ব্যবসায় চিটফান্ডের জেরে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ অসম্ভব খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।

বেশ কতগুলি মিডিয়া হাউজ বন্ধ হওয়ার পর অগণিত ছেলেমেয়ে চাকরি হারিয়েছেন। এদের ক্ষেত্রেও একটা ভালো বিকল্প হতে পারে শেয়ার বাজার। কারণ এমনিতে যারা সাংবাদিক বা সাব–এডিটর হিসেবে চাকরি করেছেন তাদের জ্ঞানের মাত্রা অনেকের থেকেই আলাদা। এর মধ্যে আবার যারা ডেস্কে বসে দেশ–বিদেশের এজেন্সি প্রেরিত কপি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন তারা কিন্তু প্রায়শই অর্থনীতির নানা জটিল লেখার সঙ্গে সরগড় হয়ে ওঠেন। এরা যদি শেয়ার বাজারে চাকরি করতে চান তবে ভালো সুযোগ পাবেন ঠিকই। একইভাবে জার্নালিস্ট মানের ছেলেপুলেরাও তাদের প্রচন্ড মেধার ওপর ভর করে অর্থনীতির হালহকিকৎ ভালোই সামলাতে পারবেন। তার ওপর সাংবাদিকতা বিভাগে যদি কারও অর্থনীতি বা কর্পোরেট বিট সামলাতে হয় তাহলে

অর্থনীতি

তো সোনায় সোহাগা। শুধু সাংবাদিক বলে নয়, শেয়ার বাজারে পদক্ষেপ রাখতে গেলে অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় লেবেলে যারা অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনা করেন তাদের অনেকটাই সুবিধা হতে পারে।

এনসিএফ এম পরীক্ষায় পাশ করে ডিলারের মর্যাদা পান একজন পরীক্ষার্থী। এই সরকার স্বীকৃত ডিলার যে কোনও ব্রোকার হাউজে উচ্চ বেতনে চাকরি পান। তাছাড়াও আরএম পদেও প্রচুর ছেলে মেয়ে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ডিলারদের কাজ হল মূলত সারাদিন ধরে কম্পিউটারে লগ্নি সংগঠিত করা। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের কথানুযায়ী শেয়ার কেনা–বেচা করাই এদের প্রধান কাজ। আরএম যারা তাদের কাজ হল ট্রেডারদের বিভিন্ন সময়ে ফোন করে বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থান জানানো। যেমন কারও শেয়ার কেনা রয়েছে একটি নির্দিষ্ট দামে, তার থেকে যদি দাম বেড়ে বা কমতির দিকে যায় তৎক্ষণাৎ লগ্নিকারীকে অবহিত করেন এরা। তাছাড়া কোনও গ্রাহকের যদি সেই নির্দিষ্ট ব্রোকিং হাউজে টাকা বাকি পড়ে যায় বা চেক দেওয়ার ব্যাপার থাকে তাহলেও এই আরএম–দের সক্রিয় হতে হয়। এভাবেই শেয়ার বাজারে নানা ধরণের কাজের সুযোগ এবং পরিধি সৃষ্টি হয়। কোনও ব্যবসা বা ইন্ডাস্ট্রি তখনই ভালো চলে যখন সেখানে ভালো অর্থের আমদানি ঘটতে থাকে। অর্থাৎ ভালো ব্যবসা চলতে থাকে। এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার বাজার তার সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। নিফটি এবং সেনসেক্স দুটোই এখন সেরা জায়গায় রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে প্রচুর কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হয়েছে। এবং হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। বিদেশি লগ্নিকারীদের প্রধান গন্তব্যস্থলও এখন ভারত। এমতাবস্থায় এই চাকরির সুযোগকে অবশ্যই ধরতে হবে। বিশ্বের সাম্প্রতিক কার্যধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যাতে একটা বড় ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তাই শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক পরিসর গড়ে উঠছে এখানে। শেয়ার বাজারে চাকরির জন্য যে সরকারি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হল এর বাইরেও কিন্তু অবকাশ রয়েছে এখানে প্রবেশ করার। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শেয়ার বাজার নিয়ে টেকনিক্যালস এবং ফান্ডামেন্টাল ক্লাস করানো হয়। এতে শিক্ষিত হয়ে উঠলেও বাজারে বেশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ থাকে। তাই কেউ যদি ভাবেন যে এইসব টেকনিক্যালস বা ফান্ডামেন্টালস ক্লাস করানো হয় শুধুমাত্র ব্যবসা বা লগ্নি করার জন্য তা কিন্তু ঠিক নয়। বরং শেয়ার বাজারে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চাবিকাঠি বলা যায় এইসব কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড কোর্সকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ নভেম্বর – ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভালো ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভালো ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ববহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। ক্রমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও তাতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। আয় ভালোই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না থেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোনও শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভালো হবে। সন্তান বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভালো ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভালো ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালোবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। নতুন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটিতে নানা পদে ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলির তারকেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটিতে সিসিবিপি প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর টিএম/সিসিবিপি/২০১৪/২২.

১টি টিম লিডার পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, ১) প্ল্যানিং/আর্কিটেকচার/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ স্নাতক, অথবা ২) আরবান ডেভেলপমেন্ট বা প্ল্যানিং বা এনভারনমেন্টাল বিষয়ে স্পেশ্যালইজেশন সহ সোশ্যাল সায়েন্স বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা। স্টেট বা ইউএলবি লেভলে ৩ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া বিভিন্ন আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টে কাজের অভিজ্ঞতা, আরবান রিফর্মাস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং–এ অভিজ্ঞতা, ইংরাজি, বাংলা এবং স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা।

প্রোকিওরমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, প্রোকিওরমেন্ট অ্যান্ড প্রোজেক্ট প্রেপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কাজে অভিজ্ঞতা। এছাড়া আরবান পরিকাঠামোর প্রোজেক্টে ম্যানেজিং প্রোকিওরমেন্ট কাজের ৩–৫ বছরের অভিজ্ঞতা। ইউএলবিতে সহযোগিতা করার দক্ষতা, ইংরাজি, বাংলা, স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে সোশ্যাল সায়েন্সে ব্যাচেলার ডিগ্রি, আরবান ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে কাজের অভিজ্ঞতা। এছাড়া মিউনিসিপ্যাল এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কাজে তিন থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া গভর্ন্যান্স রিফর্মস–এ জ্ঞান, সোশ্যাল অ্যানালিসিস/রিসেটেলমেন্ট–এ অভিজ্ঞতা এবং ইংরাজি, বাংলা, স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা।

প্রোকিওরমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, প্রোকিওরমেন্ট অ্যান্ড প্রোজেক্ট প্রেপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কাজে অভিজ্ঞতা। এছাড়া আরবান পরিকাঠামোর প্রোজেক্টে ম্যানেজিং প্রোকিওরমেন্ট কাজের ৩–৫ বছরের অভিজ্ঞতা। ইউএলবিতে সহযোগিতা করার দক্ষতা, ইংরাজি, বাংলা, স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা লাগবে সোশ্যাল সায়েন্সে ব্যাচেলার ডিগ্রি, আরবান ডেভেলপমেন্ট এরিয়াতে কাজের অভিজ্ঞতা। এছাড়া মিউনিসিপ্যাল এনভায়রনমেন্টাল সোশ্যাল এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কাজে তিন থেকে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া গভর্ন্যান্স রিফর্মস–এ জ্ঞান, সোশ্যাল অ্যানালিসিস/রিসেটেলমেন্ট–এ অভিজ্ঞতা এবং ইংরাজি, বাংলা, স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক্সপার্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে স্বীকৃত ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার এবং মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স প্রোজেক্টে ইউএলবি লেভেল ডিজাইনিং এবং ম্যানেজিং কাজে ৩–৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড, আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার–এ অভিজ্ঞতা, মিউনিসিপ্যাল পরিবেশ কাজের অভ্যাস, ইংরাজি এবং বাংলা ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

ইনস্টিটিউশনাল স্টেংদেনিং স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে স্নাতক ডিগ্রি, ট্রেনিং এবং ক্যাপসিটি বিল্ডিং–এ ৩–৫ বছরের অভিজ্ঞতা, এছাড়া আরবান সেক্টরে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং অ্যাডাল্ট লার্নিং মেথডলজি নিয়ে জ্ঞান, ক্যাপাসিটি অ্যাসেসমেন্ট, কারিকুলা ডেভেলপমেন্ট কোর্স অর্গানাইজেশন ফিল্ডে অভিজ্ঞতা, ইংরাজি, বাংলা, স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স স্পেশ্যালিস্ট ১টি পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্সে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি, মিউনিসিপ্যাল ফিনান্স, প্রোজেক্ট ফিনান্স, ইউএলবি স্টাফ পরামর্শ এবং ট্রেনিং–এ ৩–৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট–এ ইভ্যালুয়েশনে দক্ষতা, হেল্পিং সিটি গভর্নমেন্ট–এর ফিনান্স প্রোজেক্টে এগজামিনিং–এর অভিজ্ঞতা এবং ইংরাজি, বাংলা ও স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

পদগুলির জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ১ জানুয়ারি, ২০১৪ অনুযায়ী ৪০ বছর। আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন পাঠাতে হবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে নিজের স্বাক্ষর করা দুটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সমস্ত শিক্ষাগত ও প্রয়োজনীয় নথির নিজের স্বাক্ষর করা ফটোকপি দিতে হবে। আবেদন অর্ডিনারি পোস্টে পাঠাতে হবে। এই ঠিকানায় : "The Chair–man, Tarakeswar Municipality, P.O. + P.S – Tarakeswar, Dist– Hooghly, PIN – 712410" আবেদন পত্রের উপর "Application of the post of ...." উল্লেখ করে দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি সহ আবেদন পত্রের নমুনা পাওয়া যাবে http://www.wbdma.gov.in/ওয়েবসাইট থেকে।

রাজ্য পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে ৯

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের স্টেট লেভেল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। নোটিফিকেশন নম্বর 785/WBSRLM/Estt/4E–70/2012. ১টি স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হবে।

স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে এগ্রিকালচার/ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিমাল হাজব্যান্ড্রি/ডেয়ারি টেকনোলজি/ফিশারি/ফরেস্ট্রি নিয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সঙ্গে রুরাল ম্যানেজমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে পিজি ডিপ্লোমা। এছাড়া ৫বছর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা।

ইংরাজি, বাংলা বা হিন্দি ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা এবং কম্পিউটারে নলেজ হিসাবে এমএস অফিস জানতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে বিসিএ অথবা কম্পিউটার সায়েন্স/ইনফরমেশন টেকনোলজি/ডেটা প্রসেসিং–এ বিটেক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছর কাজের অভিজ্ঞতা এবং ডিজাইনিং, ম্যানেজিং, বৃহৎ আকারে কম্পিউটারাইজড ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হলে এবং কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগামী ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ওয়েবসাইটটি হল www.wbprd.gov.in। অনলাইনে আবেদনে অবশ্যই নিজের ই–মেল আইডি এবং যোগাযোগের নম্বর দিতে হবে।

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/
৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩
ই–মেল: prithatravels@gmail.com

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

কুল্পী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প কিছু সামগ্রী কিনবে। যোগ্য ও ইচ্ছুক ব্যক্তিরা তাদের দরপত্র কুল্পী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিস থেকে আগামী ৫ই ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ই জানুয়ারি ২০১৫। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কুল্পী সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের অফিস থেকে সমস্ত কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কুল্পী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৩৭৬(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৭.১১.১৪

গোসাবায় বাজাজ ক্যাপিটাল

জীবন জীবিকার সুরক্ষায় গোসাবাতে এসে গেল বাজাজ ক্যাপিটাল (Since 1964) ভারতবর্ষের ১নং ইনস্যুরেন্স ব্রোকিং হাউস। যেখানে আপনি পাবেন সরকার অনুমোদিত আপনার পছন্দমত যে কোন IRDA ও SEBI অনুমোদিত প্রোডাক্ট। যেমন Tax Sevings যে কোন জীবনবীমা সংস্থার পলিসি। যে কোন সংস্থার স্বাস্থ্যবীমা, গাড়ি বীমা, দোকান বীমা, SEBI অনুমোদিত F.D ও RBI অনুমোদিত বন্ডস পেনশন ও চিলড্রেনস স্কীম। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্যও থাকছে LIC ও ন্যাশানাল ইনস্যুরেন্স এর মাধ্যমে স্বল্প প্রিমিয়ামের মাইক্রো জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমার সুযোগ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ও তার উর্ধ্বে শিক্ষিত ছেলে–মেয়ে ও অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি ও আগ্রহী গৃহবধূদের জন্য কাজের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ। পুরানো যে কোন জীবনবীমা পলিসির সঠিক পরামর্শ। যোগাযোগ ও পরামর্শের জন্য 9732463831, 9733538161, 9609177690, 9732171539 এই নম্বরে ফোন করুন।

নজরুলগীতি কর্মশালা

তারিখ ঃ ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪
স্থান ঃ ক্যানিং বন্ধুমহল
আয়োজক ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
ব্যবস্থাপনা ঃ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, ক্যানিং

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা, বয়সের প্রমাণপত্র এবং সঙ্গীতচর্চার বিশদ বিবরণসহ আবেদনপত্র আগামী ১২ ডিসেম্বর (শুক্রবার), ২০১৪ পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে ৪টার মধ্যে (শনিবার ও রবিবার এবং যে কোনও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে জমা দিতে হবে। অনধিক ৩০ জন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ৩০ জনকে বেছে নেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিচারকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কর্মশালা সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ০৩২১৮–২৫৭৫১২ টেলিফোন নম্বরে।

বি:দ্র:– বয়স কমপক্ষে ১৫ বছরের উর্দ্ধে হতে হবে।

স্বাক্ষর
মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১৩৬৫/(৪)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২৬.১১.১৪

সার্ভিস চার্জসহ ইত্যাদি প্রত্যাহারের দাবিতে জীবন বিমা এজেন্টদের কনভেনশন

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা : কেন্দ্রীয় বিমা আইন (সংশোধনী) বিল লোকসভার চলতি শীতকালীন অধিবেশনে প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২১ নভেম্বর লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশনের দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ শহরতলীর এজেন্টগণ তারাতলার জীবন তারা বিল্ডিংয়ের (সিটি ব্রাঞ্চ নং–১৪) প্রাঙ্গনে দু'ঘন্টা ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ চালায়। বিক্ষোভকারীদের ছ'টি দাবির মধ্যে ছিল : (১) বিমা গ্রাহকদের থেকে 'পরিষেবা কর' (৩১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে কার্যকর) আদায়ের আইন বাতিল করতে হবে। (২) ম্যাচ্যুরিটি, সারেন্ডার ও সার্ভাইভ্যাল বেনিফিটের ক্ষেত্রে অগ্রিম কর আদায়ের আইন বাতিল করতে হবে। (৩) বিমা সংশোধনী বিলের আওতা থেকে ৪০, ৪০(এ), ৪০(২), ৪৪ ও ৪৫–কে মুক্ত করতে হবে। (৪) শিশু ও ৫৫ বছর বয়স ঊর্ধ্ব গ্রাহকদের জন্য উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় নয়া বিমা যোজনা আনতে হবে। (৫) নয়া বিমা যোজনার ক্ষেত্রে এজেন্ট কমিশন হ্রাস করা চলবে না। (৬) সকল ক্লাব সদস্যকে ক্লাব আইনে বিশেষ ছাড় দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা, বৈষম্যহীনতা ও এলআইসি গ্রাহকদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে এক কনভেনশনে জানানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনাই হল এলআইসি এজেন্টদের মেপে দেওয়া আর বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলিকে চাঙ্গা করা। এজেন্টদের অ্যাডিশন্যাল ও রিভিশন্যাল দু'টো বোনাসই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নয়া অর্থবর্ষে পুরাতন ৪৮টি লোভনীয় পলিসি বন্ধ করে দিয়ে আরও আকর্ষণীয় ৫০টি পলিসি আনার কথা এজেন্টদের বলা হলেও বর্তমানে নয়া পলিসি এসেছে মাত্র পাঁচটি। বর্তমানে মাত্র আট–ন'টি পলিসি চালু রেখে কেন্দ্রীয় সরকার এলআইসি এজেন্টদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। 'এলআইসি এজেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সচিব শ্যামল চক্রবর্তী তার বক্তৃতায় জানান, যার লাইফ বন্ড ১৭.৫০ কোটি টাকা এবং যার বয়স ৫৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের তার কোনও 'পরিচর্যা'করার কোনও প্রয়োজন নেই। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এলআইসি কোনও বাচ্চা শিশু নয়, যে তাকে পরিচর্যা করতে হবে। যারা বাচ্চা শিশু তাদের পরিচর্যার কাজে কেন্দ্রীয় সরকার সময় ব্যয় করুক বলে শ্যামলবাবু জানান। তিনি জানান ৩০ কোটি পলিসি হোল্ডার অর্থাৎ ভারতবাসী হলো এজেন্টদের সম্পদ। 'সার্ভিস ট্যাক্স' ও 'ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স (টিডিএস)' গত ৩১ অক্টোবর থেকে পলিসি হোল্ডারদের থেকে কেটে নেওয়ার বিষয়ে শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, এটা এলআইসি এজেন্টদের কাছে চরম কুদিন। সার্ভিস শব্দের অর্থ 'পরিষেবা'। কেন্দ্রীয় সরকার পলিসি হোল্ডারদের কোনও পরিষেবা দেয় না। এজেন্টরাই পলিসি হোল্ডারদের পরিষেবা দিয়ে থাকে। তিনি এজন্য প্রাইভেট ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে দায়ী করেন। তারাই কেন্দ্রীয় সরকার ও 'বিমা নিয়ন্ত্রণকারী এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ'কে (ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট অথরিটি সংক্ষেপে আই আর ডি এ) চাপ দিয়ে এল আই সি এজেন্টদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। 'জীবন কিশোর', 'জীবন ছায়া', 'জীবন অঙ্কুর', 'কোমল জীবন' ও 'ম্যারেজ অ্যান্ড এনডাউমেন্ট পলিসি (টেবিল নং–৯০)' প্রভৃতি জনপ্রিয় 'চিলড্রেন পলিসি' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৫০–৫৫ বছর বয়সের সমস্ত পলিসিগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এল আই সি–কে রুগ্ন শিল্পে পরিণত করে ছাড়বে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করে এজেন্টরা এটা হতে দেবে না। এদিনের বিক্ষোভ সভায় অন্যান্য যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন ফেডারেশনের অল ইন্ডিয়া এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য কেকা চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব ভট্টাচার্য। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেট্রোপলিটন ডিভিশনের (২) সভাপতি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অলোক পাল ও কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ দাস প্রমুখ।

ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন, শিক্ষককে স্কুলে আটকে বিক্ষোভ, গ্রেপ্তার

ডায়মন্ড হারবার : দীর্ঘদিন একাধিক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে এক শিক্ষককে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল স্কুল–চত্বর। ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও বাসিন্দারা অভিযুক্ত শিক্ষককে স্কুলের মধ্যে আটকে রাখে। পরে পুলিশ গিয়ে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত শিক্ষককে। ধৃত শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল নামখানার নারায়ণপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের বাপুজি পঞ্চায়েতের চন্দনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এক নির্যাতিতা ছাত্রীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে 'শিশুদের যৌন নির্যাতন আইন–১২' ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করছেন দেবাশিস। বছর দুই আগে দেবাশিসের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় গ্রামে সালিশিসভা বসে অভিযুক্ত শিক্ষককে নিয়ে। মুচলেকো লিখে ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে সেবারের মত ছাড়া পান তিনি। এরপর সব ঠিকঠাক চলছিল। ইদানিং চতুর্থ শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রী নিয়মিত স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। ছাত্রীদের মারধর করে স্কুলে পাঠাতে চান অভিভাবকরা। তখন এক ছাত্রী শিক্ষকের কুকীর্তির কথা বলে দেয় অভিভাবকের কাছে। বিষয়টি চাউর হয়ে যেতেই ক্লাসের অন্য তিন ছাত্রীও শিক্ষকের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আনে। অভিযোগ, চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াতেন দেবাশিস। পড়ানোর অছিলায় স্কুলের দোতলার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যেতেন শিক্ষক। তারপর যৌন নির্যাতন চালাতেন। মুখ না খোলার জন্য ভয় দেখাতেন শিক্ষক। বাধ্য হয়ে ভয়ে স্কুলে যেতে চাইত না ছাত্রীরা। মঙ্গলবার বিষয়টি জানাজানি হতেই স্কুলে এসে জড়ো হন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। শিক্ষককে আটকে রেখে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে স্কুলে পুলিস আসে। উদ্ধার করে শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিস। যদিও অভিযুক্ত শিক্ষক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, ছাত্রীদের আদর করতাম মাত্র। ওরা ভুল বুঝেছে।

সাগরে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষ, আক্রান্ত বামেদের বাড়ি ভাঙচুর

ডায়মন্ড হারবার : জমির ধান কাটা ও দখলকে কেন্দ্র করে সিপিএম–তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তাল হল সাগরের রামকরচক কৃষ্ণনগর গ্রাম। গত তিন দফায় দফায় দুই দলের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ৬ মহিলা সিপিএম সমর্থক জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। প্রায় ১১ বাম সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বামেদের অভিযোগ নিতে চায়নি পুলিশ। ঘটনার দুদিন পর সাগর থানার পুলিশ বাধ্য হয়ে অভিযোগ নেয়। কাটা ধান বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গ্রামে ৪ বিঘে জমিতে ধান কাটা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত হয় রবিবার। সেই গন্ডগোল ক্রমশ রাজনৈতিক রঙ লেগে যায়। সিপিএম নেতা পবন পাঠকের অভিযোগ, ওই জমি স্থানীয় একটি ক্লাবের সদস্যদের দখলে আছে। চাষ করার পর ধান কাটা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। পরে ওই জমিতে একটি মন্দির নির্মান নিয়ে আবার গন্ডগোল বাঁধে। সেই গন্ডগোলের রেশ গিয়ে পড়ে বাম সমর্থকদের ওপর। প্রায় দেড়শো তৃণমূল কর্মী সমর্থক দিনের আলোয় বাম সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করে মহিলাদের মারধর করে। পুলিস অভিযোগ নেয়নি দু'দিন কেটে গেলেও। পরে সোমবার রাতে সি পি এম জেলা নেতৃত্বের চাপে অভিযোগ নেয়। যদিও ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তৃণমূলের স্থানীয় নেত্রী ছবি মণ্ডল অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দোষ চাপাচ্ছে সিপিএম।

সংবর্ধিত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর ব্লকের উত্তর হারাধনপুর গ্রামে ''যমুনাখালি রাস উৎসব'' কমিটির পরিচালনায় সাংবাদিক অশোক কুমার মণ্ডলকে সংবর্ধিত করা হয়। ৭ দিন ব্যাপী এই ''রাস উৎসব'' এর সমাপ্তি দিনে বর্ণময় ছন্দময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাণী ও লীলা সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সুবোধ চন্দ্র মাইতি। এছাড়াও বিশিষ্ট সমাসেবীদ্বয় ভবেশ চন্দ্র দাস ও সুভাষ দাস, সাংবাদিক অশোক কুমার মণ্ডল উৎসব কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক গৌতম মাইতি, দীপক রাউত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

হাওড়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে উদ্যোগ

বৈশালী সাহা

হাওড়া : সম্প্রতি হাওড়া পুরসভা থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে একটি 'প্রেস কনফারেন্স' আয়োজিত করা হয়। ৫০টি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সচেতনতা বাড়াবার লক্ষ্যে পুরসভা ১৯০০ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করেছে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় একটি বিশেষ সেল ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। ওই সেলের কাজ হবে ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকার সব তথ্য তৈরি রাখা। এলাকায় অবস্থিত বাড়িগুলোর মধ্যে দূরত্ব কম হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিস্তর অসুবিধা রয়েছে। তবে ফ্ল্যাটে বসবাসকারিদের মধ্যে অনুমতি না মেলায় শুধুমাত্র বাইরে থেকেই সমীক্ষা চালাতে হয়েছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবার পদক্ষেপ গ্রহণ করল হাওড়া পুর নিগম। বুধবার হাওড়া পুর নিগমের আওতাধীনে ৪২ ও ৪৪ নং ওয়ার্ডে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্স ইউনিটের (ডিএসইউ) পক্ষ থেকে একটা টিম সর্বমঙ্গলা পল্লি, তাঁতিপাড়া, চ্যাটার্জিহাট এলাকায় ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশার লার্ভার খোঁজে একটি বিশেষ সমীক্ষা চালানো হল। এই টিমের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন স্টেট কনসালটেন্ট এনটোমোলজিস ডঃ পবিত্র সাহা, মি. স্বপন দে (ইনসেক্ট কালেক্টর, অবসর প্রাপ্ত), মি. রাজা দাশগুপ্ত (ডাটা ম্যানেজার ডেপুটি সিএমএইচ–২ অফিস)।

সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ বাড়িতেই জল জমিয়ে রাখার প্রবণতা আছে কিন্তু ডেঙ্গু প্রতিরোধে আপাতত জনসাধারণ বালতির জল ঢেকে রাখছে এবং ২ থেকে ৩ দিনের বেশি ব্যবহার করছে না। তবে বালতি, কাপ, প্লাস্টিক প্যাকেট কোনও কিছু ক্ষেত্রেই এডিস মশার লার্ভা লক্ষ করা যায় না। সর্বমঙ্গলা পল্লির অধিকাংশ স্থানেই নোংরা জঞ্জাল পড়ে থাকলেও এডিস মশার লার্ভার দেখা মেলেনি খুব কম সংখ্যক ছোট নালায় পরিষ্কার স্থির জলে উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে যাতে এডিস মশার ডিম্বানু থাকার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সম্প্রতি সমীক্ষায় কোনও রকম লার্ভার উপস্থিতি পাওয়া যায় নি।

অব্যবহৃত শুকনো ফুলের টব ও স্তূপাকৃতি মাটির কলসি কিছু বাড়িতে এবং বাজার সংলগ্ন এলাকায় দেখা গিয়েছিল। যদি সেগুলোতে জল জমা থাকত তাহলে ওই ডেঙ্গু বাহিত মশার ডিম পাড়ার অসুবিধা হতো। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। পর্যবেক্ষণ করে এডিস মশার লার্ভা না মেলায় তা তাৎপর্যহীন বলা যেতে পারে। তবে নিয়মিত নজরদারির প্রয়োজন যাতে

কোনও ভাবে এডিস মশার ডিম্বানু যাতে জন্মাতে না পারে। হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা শৈলেন দাস বলেছেন, 'শীঘ্রই আমরা এলাইজা পদ্ধতিতে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার মেশিনের ব্যবস্থা করেছি। এবং ৪৫০টা ফ্লেক ৫০টি ওয়ার্ডে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

কৃষকদের সরঞ্জাম ও পাট্টা বিলি

উৎসাহিত চাষির হাতে সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সেচ–কৃষি–সমবায় কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার জানা। ছবি: গোপাল দাস

অশোক কুমার মণ্ডল, সাগরদ্বীপ : সাগর পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগে হলঘরে পাট্টা বিতরণ করা হল গত ২১ নভেম্বর। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, সাগর উন্নয়ন আধিকারিক পার্থ মুখোপাধ্যায়, কৃষি–সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার জানা, বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ বালেশ্বর, কর্মাধ্যক্ষ সন্ধ্যা মাইতি, শ্রী বিন্দু মণ্ডল, বিকাশ মণ্ডল, অদ্বৈত মন্ডল, সাগর ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক কৃষ্ণ নির্মাল্য ভট্টাচার্য, সাগর ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক বিবেকানন্দ বাগ। অনুষ্ঠানে থেকে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষদের পাট্টা বিতরণ, উৎসাহী কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, মৎস্যজীবীদের সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার জানা বলেন উৎসাহী কৃষকদের আবেদনের মূলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৫০ কুইন্টাল শতাব্দী ধান দেওয়া হবে।

বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ বালেশ্বর বলেন যে, সাগর ব্লকে নিজ ভূমি নিজ গৃহ প্রকল্পে ৬৪২ জন ভূমিহীন দরিদ্র কৃষককে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের জন্য আরও ২৫০ জন কৃষককে পাট্টা দেওয়া হবে। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ সন্ধ্যা মাইতি বলেন যে, আগে ২৩ জনকে আইস বক্স অর্থাৎ তাপ নিরোধন স্বাস্থ্য সম্মত বাক্স ৩ জনকে সাইকেল সহ বক্স দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা বলেন, মা–মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সাধারণ মানুষের কাজ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। দারিদ্র সীমার নীচে ভূমিহীন কৃষকদের পাশে থাকবার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে ২ লক্ষ জনকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। জল ভরো প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। ৪ হাজার ৫ শত কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি সার্থকভাবে রূপায়িত করবার জন্য সরকার দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। নিজভূমি নিজ গৃহ এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম, নির্মল ভারত, স্বচ্ছ ভারত গড়বার জন্য এই সরকার বদ্ধপরিকর। কৃষি কাজে বেশি ভাবে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যে উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষকদের নিকট আহ্বান জানান বিধায়ক। বঙ্কিমবাবু জানান, সাগরে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে সাগর দ্বীপের সামগ্রিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এক ঝাঁক শিল্পপতিদের বৈঠকের জন্য তিনি মা–মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সাগরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগরদ্বীপ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের পরিচালনায় দুই দিন ব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাবিদ্যালয়ের টিচার–ইন–চার্জ প্রবীর কুমার খাটুয়া উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মাঙ্গলিক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সুমতিনগর শরৎকুমারী হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অজিত কুমার সাহু। ১৯৮ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ''অঙ্কুর'' নামক বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ দাস, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় মীনা আফরোজ খাঁন ও সুব্রত মন্ডল সংসদের অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। বাংলার ব্যান্ড নস্টালজিয়া, ক্যামেলিয়া ড্যান্স গ্রুপের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান দেখবার জন্য প্রায় ১৫ (পনের) হাজার মতো দর্শক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সান্ধ্যকালীন স্বর্ণালী বিচিত্রা অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সংবর্ধিত করেন বিধায়ক ততা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়্যারম্যান বংকিম চন্দ্র হাজরা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জিলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ পাত্র।

মহানগরে

উচ্চ মাধ্যমিকে 'প্রজেক্টে'র মূল্যায়ন সেই স্কুলেই রইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা–২০১৪ থেকে পরীক্ষার্থীদের ৩০টি বিষয়ের 'প্রজেক্টে'র মূল্যায়ণ করবেন, পরীক্ষার্থী যে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সেই স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারাই। গত ২১ নভেম্বর এমনই নির্দেশ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষ। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই সেই নম্বর সংসদে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক পরীক্ষা–২০১৬ পর্যন্ত সাতটি বিষয়ে মোট ৭০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলে। কিন্তু সেই মূল্যায়ণ যথাযথ হচ্ছে না বলে ওই মৌখিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার নির্দেশ অনেক আগেই নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রেই উচ্চ মাধ্যমিকের ৩০টি বিষয়ে ২০ নম্বরের 'প্রজেক্টে'র মূল্যায়ণের দায়িত্ব কিভাবে সংশ্লিষ্ট স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজ্যের শিক্ষামহলের একাংশে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পদে ব্রাত্য বসু থাকাকালীন বেশ কিছু সমস্যার জেরে নাজেহাল হতে হয়েছিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে। এমনকী মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রচুর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল সেই আমলে। যার জন্য রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল অভিভাবক মহলে। কারণ, এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের। যদিও সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে এসব অভিযোগকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরে ব্রাত্য বসুর জায়গায় প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী তথা নিজের আস্থাভাজন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রকের ভার দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই সকলে আশা করেছিল অচলাবস্থা কাটবে। এখন সেই আশাতেই শিক্ষামহল।

শহরের রাস্তার নয়া নামে বাড়ছে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা মহানগরীর রাস্তার নয়া নামকরণ বা পুরোনো নামকরণকে পালটে নয়া নামকরণের বিষয়টি নূতন নয়। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই এই নিয়মটি চলে আসছে। রাজ্যের বা দেশের প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ শহরের বহু রাস্তার প্রায়ই নয়া নামকরণ হয়ে চলেছে। মেয়র–ইন–কাউন্সিল মিটিংয়ের পর পুর অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়ার পর বহু পরিচিত রাস্তা বা সেতুর নাম পালটে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুর নাগরিকরা বিষয়টি নিয়ে অনেকাংশেই সমস্যায় পড়ছে। কর ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র বা বাড়ির প্রয়োজনীয় নথি নতুন করে বার করার ক্ষেত্রে রাস্তার পুরনো না নয়া নাম ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে তাঁরা মহা সমস্যায় পড়েছেন। তবে নয়া উদ্ভূত সমস্যাটি পুরসভার আধিকারিকদের একাংশও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এ অবস্থায় পুর নাগরিকদের একাংশ বুদ্ধি করে রাস্তার নয়া নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে রাস্তার পুরাতন নামটি ছোটো করে লিখে পুরসভা থেকে বিভিন্ন নথিপত্র বার করছেন।

নিয়মানুযায়ী, পুরসভার বিশিষ্ট বর্ষীয়ান রবীন্দ্র–কবি জয় গোস্বামীর পৌরোহিত্যে গঠিত 'দি রোড নেমিং অ্যান্ড রি–নেমিং অ্যাডভাইজরি কমিটি' রাস্তা বা সেতুর নয়া নম নির্দিষ্ট করার পরেই সে সংক্রান্ত নির্দেশিকা পুরসভার সমস্ত দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর গাফিলতিটা এখানেই হয়ে থাকে পুর সূত্রে খবর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নয়া নাম পুর নথিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। রাস্তার দুই প্রান্তে রাস্তার নয়া নামের ফলক বসানো হয় কিন্তু পুর নথিতে পুরাতন নামই রয়ে যায়। পুর রাজস্ব ও কর মূল্যায়ন দফতরে রাস্তার নয়া নাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, রাস্তার নয়া নামকরণে তেমন কোনও সমস্যা হয় না। এদিকে বর্তমান তৃণমূল পুর বোর্ড সময়কালে (২০১০–এর জুন থেকে) রাস্তা বা সেতুর নয়া নামকরণের একটা প্রবণতা বেড়েছে। পুর সূত্রে খবর, বর্তমান ২০২.০৪ বর্গ কিলোমিটার পুর এলাকায় বড়ো রাস্তা, গলি, লেন, বাইলেন সহ ৪,০০০–এর অধিক রাস্তা রয়েছে। ১৯৭৬—২০১০ মোট ৩৫ বছরে শহরের ২০০টির কাছাকাছি রাস্তার নয়া নামকরণ হয় সেখানে বর্তমান পুরবোর্ডের সময়কালে গত দেড় বছরে প্রায় ৫০টি রাস্তা ও সেতুর নয়া নামকরণ হয়।

এদিকে গত ২০ নভেম্বর ৫৫ তম পুর অধিবেশনে মধ্য কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ফ্লাইওভারের নয়া নামকরণ হল সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও পাঞ্জাবে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতার নামাঙ্কিত 'দয়ানন্দ সরস্বতী সেতু' এবং পার্ক সার্কাস ফ্লাইওভারের (সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং থেকে এস এস কে এম হসপিটাল–রেস কোর্স) নয়া নামকরণ হলো গীতিকার ও সুরকারের নামাঙ্কিত 'অতুল প্রসাদ (সেন) সেতু' এবং শহরের আরো দু'টি রাস্তার নামের শুদ্ধিকরণ করা হয়। রজনী সেন রোড হল রজনীকান্ত সেন সরণী আর মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট হল ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার স্ট্রিট এবং অরলি স্ট্রিটের নয়া নামকরণ হল লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র সরণী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর – ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

স্বপ্নভঙ্গের বাংলা

'বিশ্ববাংলার' সরণীপথে আজকের বাংলা কী দিশা হারিয়েছে? এমন প্রশ্নই এই মুহূর্তে বাংলার মানুষের মনে ভাসছে। পরিবর্তনের একমাত্র মুখ মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কালের আচরণ দিদিপন্থীদের বিস্মিত করে। মানুষমাত্রেই ভুলভ্রান্তি হতে পারে এই আপ্তবাক্যই এখন ভরসা। শাসকসম্প্রদায়ের জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রীরা কী ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন নইলে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করেন না, টেলিফোন ধরেন না অভাব অভিযোগ নেবার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন 'দায়িত্বপ্রাপ্ত' সহচর–রা। পুর প্রতিনিধি থেকে মন্ত্রী সর্বত্রই এই চিত্র ক্রমশ বেশি করে ফুটে উঠছে। অন্যদিকে থানা পুলিশ হয়ে উঠছে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কেন্দ্র। অনেক নামিদামি সম্পাদক, সাংবাদিক, চিত্রজীবী, বুদ্ধিজীবী একদা চিটফান্ডগুলির দৌলতে প্রথম সারির উজ্জ্বল মুখ তাকলেও আজ অন্তরালে, কেউ বা জমি বদলের কূটকৌশলে ব্যস্ত। দিল্লিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, নেহেরু থেকে জেটলি কিংবা রাজনাথ থেকে রাজধানীর রাজপথ শুদ্ধ করার ভাবনা রাখলেও রাজ্যের নানা ক্ষেত্রে অস্থিরতা কিছুতেই কমছেনা। সিবিআই না ইডি নাকি অমিত শাহের দলের বাড়বাড়ন্ত অথবা খাগড়াগড় কান্ড কোনটি বেশি বিব্রত করছে শাসকদলকে তা আজ বঙ্গবাসীর কাছে চর্চার বিষয় হয়ে যাচ্ছে।

মহাপুরুষ মনীষীদের সম্মান শ্রদ্ধা জানানর জন্য একদা মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রেও আজ রাজনীতির রাঙা রঙ প্রভাব ফেলেছে। রাজারহাটে মোমের মিউজিয়ামে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি, সেখানে ভুল তথ্য পরিবেশন, শিল্পীমহলে শিক্ষক মহলে রাজনৈতিক বিভাজনের নানা 'পুরস্কার পাইয়ে দেওয়া'র রাজনীতি প্রকট হয়েছে। বাংলাকে ভালবেসে ছিলেন বিদেশি বিজ্ঞানী জেবি হ্যালডেন। তাঁর নামে ছিল বাইপাসের ধারের একটুকরো রাস্তা। বিশ্ববাংলা সরণী নামকরণের ধাক্কায় মুছে গেল তার নাম। ওই পথের ধারেই শিল্পী শানু লাহিড়ীর সুদৃশ্য এক শিল্পকর্ম ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল নিঃশব্দে। এমনটা চায়নি বাংলার পরিবর্তনের কামনায় থাকা বঙ্গবাসী। মহার্ঘ্য চাকুরির সন্ধানে বাংলার মেধামনন যখন মাথা কুটছে, স্বজন পোষণের ধাক্কায় পূর্ববর্তী জামানায় বঞ্চিত বাংলার বেকার ভাইবোনেরা যখন অসহায় তখন চাকুরি ব্যাঙ্ক আর নিয়োগের পরিসংখ্যান আশা জাগিয়েছিল মানুষের মনে। আজ বেকারদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। চাকুরির বয়স নিয়ে বৈষম্য, অযাজিত সংরক্ষণের কুফল, রুই বোয়াল থেকে চুনোপুটির দম্ভ, অহংকার মা–মাটি মানুষের স্বপ্ন, বাস্তবের স্পর্শ পেল না। নারীঘটিত অপরাধ দিনের পর দিন বাংলার ভাবমূর্তিকে কলুষিত করছে, অরিন্দম, সুবোধ থেকে দুষ্টু বলদের দল কারুকেই আর পথে নেমে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে না এই সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করতে। আজ তৃণমূল পন্থী অজস্র মানুষের নীরব কান্না গঙ্গাপাড়ের দুই বাড়ির ধারে কাছে পৌঁছতে পারছে না আজ। দুর্ভাগ্য বাংলার, দুর্ভাগা বাঙালি। বিশ্বব্যাপী জ্ঞানচর্চা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে উইকিপিডিয়া সারা বিশ্বে ইনটারনেট ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। অথচ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন সম্পর্কে ভুল তথ্যের প্রচার চলছে আন্তর্জাতিক স্তরে দিনের পর দিন। ভারত সরকারের কাছে নেতাজির তথাকথিত বিবাহ কন্যা এবং বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই। এমনকী ভারত সরকার নিয়োজিত মুখার্জি কমিশন তাদের রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুতত্ত্ব খারিজ করেছেন। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সরকারি ভাবে জানিয়েছে আদৌ সেদিন কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। কাদের মদতে কী উদ্দেশ্যে এই মিথ্যাচার চলছে উইকিপিডিয়ায় দিনের পর দিন। সরকারি স্তরে কোন প্রতিবাদ হয়নি আজও।

অমৃত কথা

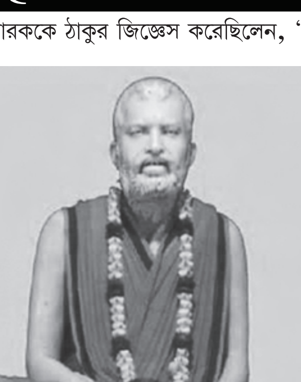

৩৬৭ একজন হিন্দু প্রচারককে ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি চাপরাস পেয়েছ? তিনি বললেন, 'চাপরাস কি মশাই?' পরমহংসদেব বললেন, 'যেমন প্যায়াদা সামান্য লোক, তার চাপরাস আছে বলেই লোকে তাকে মানে। সেই রকম তুমি তাঁর (ঈশ্বরের) কাছ থেকে চাপরাস (আদেশ) পেয়েছ কি?' তিনি বললেন, 'আজ্ঞে না।' তখন ঠাকুর বললেন, 'তবে তোমার কথা কেউ নেবে না। কেন মিছে বকবে।'

৩৬৮ সত্য ত্রেতা যুগের তপস্যার কথায় বলতেন, বাদশাই আমলের টাকা এখন চলে না। কেন না সে ক্ষমতা এখন নেই, এখনকার অবতারের মতে চলা চাই।

৩৬৯ একসময় পরমহংসদেবের এমন অবস্থা ছিল যখন তিনি বলতেন, 'আমি ফুল (মালার) চাই না সুতো চাই।' অর্থাৎ ভক্তি চাই না– ভগবান চাই।

৩৭০ প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়া। কেউ তাতে ভাত রাঁধে, কেউ জাল করে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করে। সে কি আলোর দোষ? অর্থাৎ কেউ ভগবানের নাম করে মুক্তির চেষ্টা করছে, কেউ চুরি করতে চেষ্টা করছে, সে কি ভগবানের দোষ?

৩৭১ নেংটা তোতাপুরী বলতো, 'ঘটি রোজ না মাজলে কলঙ্ক পড়ে।' অর্থাৎ রোজ রোজ ধ্যান না করলে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। পরমহংসদেব উত্তরে বললেন, 'যদি সোনার ঘটি হয়, তাহলে আর পড়ে না।' অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করলে আর সাধনার দরকার হয় না।

৩৭২ যেমন সূতোতে একগাছা ফেঁসো থাকলে ছুঁচের ছিদ্রে ঢোকে না। যেমনি বাসনার লেশ থাকতে ভগবান লাভ হয় না।

৩৭৩ মুখে বলে, ঢোল ঢোল, বাজাতে পারে না একটা বোল। মুখে লম্বা লম্বা কথা বলে কিন্তু কাজে একটিও করতে পারে না।

৩৭৪ মায়া ও ব্রহ্ম কেমন? যেমন সাপ চলা আর সাপ স্থির। (অর্থাৎ শক্তির প্রকাশ মায়াও স্থির ব্রহ্ম।)

ফেসবুক বার্তা

আসল নয়, নকল। মোমের মূর্তিতে স্বমেজাজে অধ্যয়নে ব্যস্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রাজারহাটের এই সংগ্রহশালায় এলে রবি ঠাকুরের মতো বরেণ্য অনেককেই চোখে পড়বে মোমের অবয়বে।

গো–বলয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাড়ছে বিজেপি

পার্থসারথি গুহ

বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি। কিছুদিন আগেও একটা চালু কথা ছিল এই দলটি সম্পর্কে। অন্তত হাটে–বাজারে, চায়ের দোকান কিংবা রাজনীতির কারবারীদের অলিন্দে এই তকমাই শোনা যেত কেন্দ্রের বর্তমান ক্ষমতাসীন এই দল সম্পর্কে। যে প্রবাদ বাক্য বিজেপি সম্পর্কে সারা দেশে চলিত হয়ে উঠেছিল, তা হল এরা গো–বলয়ের দল। অর্থাৎ হিন্দি ভাষাভাষী বেষ্টিত উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের মতো প্রদেশ এই দলের মূল চারণভূমি। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ভেঙে গড়ে

ওঠা ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ ভেঙে তৈরি উত্তরাখন্ড এবং সাবেক বিহার ভেঙে গড়ে ওঠা ঝাড়খন্ডেই এই দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেত তৎকালীন সময়ে। যদিও এই রাজ্যগুলির মধ্যে আবার মহারাষ্ট্র, গুজরাট কিন্তু পুরোপুরি হিন্দিভাষী নিয়ন্ত্রিত নয়। তাও এই দুই রাজ্যে প্রথম থেকেই চাগাড় দিয়েছিল বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি। এর মধ্যে আবার মহারাষ্ট্রে গৈরিক দলটির বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক ছিল বালাসাহেব ঠাকরের শিবসেনা দল।

আসলে বিজেপির মূল কলকাঠি যাদের হাতে থেকে এসেছে সেই প্রথম দিন থেকে সেই সঙ্ঘ পরিবার বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি সংগঠনের মূল নীতির সঙ্গে হিন্দিভাষী অঞ্চলের ভাবধারা দারুণভাবে মিলে যেত। তাই বোধহয় জন্মের পর বেশ কিছুদিন মানে প্রায় দু–দশকের বেশি সময়ে ধরে বিজেপিকে বহন করতে হয়েছে গো–বলয়ের দলের পরিচিত। যাকে একপ্রকার সীমাবদ্ধ পরিধির বা পঙ্কিলপাকে আবদ্ধ অবস্থার সঙ্গেও তুলনা টানা যায়। গো–বলয়ের তকমা থেকে সম্প্রতি অনেকটাই বেরিয়ে আসতে পেরেছে বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি। যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজেপির এবারের প্রধান মুখ তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যিনি নিজেই সে–অর্থে হিন্দিভাষী নন। তাঁর মাতৃভাষা গুজরাটি। পাশের দুই রাজ্য যেখান থেকে পদ্মফুলের বৃন্ত শতদলের আকার নিয়েছে তারাও মারাঠা এবং মারওয়াড় সংস্কৃতি (মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান)–র সঙ্গে বেশি পরিচিত।

তাই বলা চলে এবার বিজেপি প্রকৃত অর্থেই ভারতীয় দল হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির দৌড় যে এখন শুধু হিন্দি বলয়ের রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী পশ্চিমবঙ্গ এবং ধর্মনিরপেক্ষ শহর বলে যারা কলকাতাকে তুলে ধরতেন এই সেদিন পর্যন্ত শীত শহরের দখল নেওয়ার আগেই সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি। বলাইবাহুল্য এখন কলকাতা এবং এ রাজ্যের আনাচে–কানাচে গেলে প্রকৃত বিরোধী মুখ হিসেবে উঠে এসেছে কিন্তু বিজেপিই। সবচেয়ে বড় কথা এ রাজ্যে যারা বিজেপিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা সামনের সারিতে রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নিখাদ বাঙালি। কিংবা অবাঙালি হলেও দীর্ঘদিন এখানে থাকার ফলে এখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছেন।

দিল্লি থেকে বিজেপির যে কেন্দ্রীয় নেতারা এ রাজ্য সফর করছেন তারাও নিজেদের মতো করে বাংলা ভাষাটা শিখে নিতে চাইছেন। যার মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন মোদির স্নেহধন্য দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। আসলে পালটে যাওয়া বাতাবরণে বিজেপির এখন প্রধান অভিমুখ হল ভারতীয়ত্ব। এবং এদেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যর সূত্র ধরে তা বাস্তবায়িত করছেন ভাজপা নেতারা। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যেভাবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির দখল পেয়েছে তাতেও এই ভারতীয়ত্বের ছোঁয়া ভরপুর। নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে এসে বিজেপির এভাবে দেশের শক্তিশালী জাতীয় দলে রূপান্তরিত হওয়ার পিছনেও শোনা যাচ্ছে সারে–জাহা–সে–আচ্ছার সুর।

যেখানে উত্তরের আর্য, দক্ষিণ ভারতের অনার্য এবং অঙ্গ–বঙ্গ–কলিঙ্গের ধ্বনিও খুবই পরিস্কারভাবে বেজে উঠছে। মন্ত্রিসভা গঠনের প্রথম পর্যায়ে অবশ্য দলের সংখ্যাধিক্য সাংসদদের ঠাঁই করে দিতে খুব একটা মেলবন্ধনের চিত্র তুলে ধরতে পারেননি মোদি। কিন্তু প্রথমবারের জন্য মন্ত্রিসভায় রদবদলের সুযোগ পেয়েই সেই ফাঁকটা ভরাট করায় উঠে পড়ে লেগেছেন। যার সূত্র ধরে দেশের পূর্বপ্রান্তের বঙ্গভাষী সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়, পশ্চিম পাড়ের গোয়া রাজ্যের পানিক্করকে মন্ত্রিসভায় নিজের সহকর্মী করে নিয়েছেন নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদি। আগামী দিনে নিজের মন্ত্রিসভায় ভারতীয়ত্বের মডেলকেই বেশি করে অনুসরণ করতে পারেন তিনি। এমনটাই অনুমান দেশের রাজনৈতিক মহলের।

মোদির এই দল গঠনের দিকে তাকালে আকস্মিকভাবেই মনে পড়তে বাধ্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বদানের প্রথম দিকটা। আজহারের আমলে তৈরি গড়াপেটা কেলেঙ্কারির জেরে তখন রীতিমতো বিপর্যস্ত ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেখান থেকে দেশের নানাপ্রান্তের ক্রিকেটারকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার কাজটা অসাধারণ নৈপুণ্যে সাকার করেছিলেন সৌরভ। নরেন্দ্র মোদিও যেন দল এবং দেশে এই পরিবর্তনটাই নিয়ে এসেছেন। যা কোনও ধরণের জাত–পাত, আঞ্চলিক জটিলতার থিয়োরির ধার ধারে না। এর মূল মন্ত্রই হল 'মেক ইন্ডিয়া'। ভারত গড়ার নেপথ্যে মোদি নিজের দলেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত করেছেন। প্রাথমিকভাবে যার সঙ্গে আবার মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে দলে নয়া রক্তের আমদানি করার। কিছু সমালোচক এখানেই আবার মোদির প্রবল সমালোচক। তাঁদের বিশ্লেষণ হল মোদির নয়া রক্ত আমদানির আসল উদ্দেশ্য হল দলের অভ্যন্তরে আদবানি, যোশীদের মতো বর্ষীয়ান নেতাদের কোনঠাসা করা।

এর বিপরীতে দেখলে আবার এও নজরে পড়ছে মোদির সিদ্ধান্তে সার্বিকভাবে লাভবান হচ্ছে বিজেপি এবং সর্বপরি দেশ। দলকে স্থবিরতামুক্ত করার এই প্রয়াসের জন্যেও ইতিহাসের পাতায় মোদির জন্য আলাদা লাইন লিখতে হবে।একটু পিছনে তাকালেই দেখা যাবে যে রামমন্দির ইস্যু ভারতীয় জনতা পার্টিকে শিরোনামে নিয়ে এসেছিল তা ছিল সেই গো–বলয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত। তাই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও বিজেপি নিজেদের জমি শক্ত করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অটল বিহারি বাজপেয়ী প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু দল বা সংগঠনের ক্ষেত্রে তা মোটেই ফলদায়ক হয়নি। ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে ছিটকে যায় পদ্মফুল। মাঝখানের দীর্ঘসময় কংগ্রেসের শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও সুযোগ নিতে পারেনি বিজেপি।

যোগ্য নেতৃত্ব এবং সঠিক লাইনের অভাবে সেই গো–বলয়ে সংকীর্ণ থাকতে হয়েছে এদের। সেই প্রথাটাই ভেঙে একেবারে নয়া আঙ্গিকে দল এবং সরকারকে গড়ে তুলছেন মোদি। বৃদ্ধ নয়, আম জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে গৈরিক ঝড় তুলতে শুরু করেছেন। যুবকদের মেধা এবং শক্তিকে হাতিয়ার করে নয়া ভারত গড়ে তুলছেন তিনি। এই নতুন পথে রামমন্দির বা রামরথে সওয়ার হওয়া বড় কথা নয়। অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে গরিবি হঠাও কিংবা যুব বিকাশের দিকগুলি। এর ফলেই যত দিন যাচ্ছে ততটাই ভারতীয়ত্বের গন্ধে ম..ম...করছে ভাজপা। প্রাদেশিক রাজনীতি বা গো–বলয়ের জাতাকল থেকে যা অনেকটাই দূরে, নিরাপদে চলে গিয়েছে। সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে যার ফল প্রত্যক্ষ করেছেন আপামর দেশবাসী। আগামীদিনে এই গতি আরও বাড়বে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। গো–বলয়ে বা হিন্দি ভাষাভাষীদের বাইরের অংশের দেশবাসীও এখন মোদি তথা বিজেপিতে ভালোমতো ম্যানিয়াক হয়ে উঠেছেন। হবেন নাই বা কেন?

তিনি এই স্বল্প পরিসরে যে কাজে হাত দিচ্ছেন তাই সফলতা পাচ্ছে। বৈদেশিক কূটনীতি হোক আর অভ্যন্তরীন রাজনীতি সবেতেই একশো ভাগ সফল মোদি। বস্তুত বিজেপিতে এখন চলছে মোদি যুগ বা মোদি আয়ন। নবতম সূর্যের মতো দলকে আলোকিত করছেন এই বলিষ্ঠ পুরুষ। মোদি ভালো কি খারাপ, তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব কেমন সাকার লাভ করেছে এ সবের জবাব দেবে আগামী ভবিষ্যত। দিনের শুরুটা দেখে মনে হচ্ছে তিনি এবং তাঁর শাসনকাল লম্বা রেসের ঘোড়ার মতো। অদ্ভুতভাবে মনে আসছে স্বামী বিবেকানন্দের করা একটি উক্তি। স্বামিজী বহুদিন আগেই স্পষ্ট বলেছিলেন এদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও প্রথম পঞ্চাশ বছর খুব একটা ভালো কিছু পাবে না। কিন্তু এর পরেই আসবে পালাবদল, যার সূচনা করবেন এক বলিষ্ঠ নেতা। বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যতবাণী হয়তো এবার সফল হতে চলেছে মোদির হাতে ধরে। এই আশায় বুক বাঁধছে দেশের কোটি কোটি নাগরিক। মোদি সরকার বা বিজেপি দল পরবর্তী যে ধাপে উত্তীর্ণ হতে পারে সেটি হল বিন্ধ্য পর্বত পার করে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে। দ্রাবিড়কূলে নিজেদের তুলে ধরতে শোনা গিয়েছে বিজেপি অন্য ধরনের নকশা নিয়েছে। হ্যাঁ, তা সেখানকার মতো করেই মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার। উত্তর ভারতের সংস্কৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ আসমুদ্র হিমাচল। কিন্তু প্রাথমিক বা প্রধান যে চাহিদাগুলি এই দুই প্রান্তকে সামনে করতে হয় সেটিই নয়া আঙ্গিকে গড়ে তুলছেন মোদি বাহিনী। যে কারণে মোদি সরকারে সমান গুরুত্ব পাচ্ছেন ভেঙ্কাইয়া নাইডুর মতো দাক্ষিণাত্যের নেতারাও। পদ্মফুলের ঝাঁপিতে আগামী দিনে আরও অনেক দক্ষিণী নেতার সম্ভাবনাও প্রবল।

> **যার সূত্র ধরে দেশের পূর্বপ্রান্তের বঙ্গভাষী সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়, পশ্চিম পাড়ের গোয়া রাজ্যের পানিক্করকে মন্ত্রিসভায় নিজের সহকর্মী করে নিয়েছেন নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদি। আগামী দিনে নিজের মন্ত্রিসভায় ভারতীয়ত্বের মডেলকেই বেশি করে অনুসরণ করতে পারেন তিনি। এমনটাই অনুমান দেশের রাজনৈতিক মহলের।**

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী–বিস্মৃত এক যুগপুরুষ

চিরন্তন মুখোপাধ্যায়

''আপনি বিজ্ঞানকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন, আপনার চিন্তায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের তিনটি স্রোত এক পুণ্য প্রয়াগে এসে মিলিত হয়েছে।''— বক্তা পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং যাঁর সম্পর্কে এই উক্তিটি, তিনি হলেন পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বিজ্ঞান কখনো স্বর্গ থেকে নেমে আসেনা, বরং মানুষের হাতেই এর সৃষ্টি। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ওই উক্তির মধ্যে এ সুন্দর রূপক লুকিয়ে আছে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যা পাণ্ডিত্য তাতে তিনি অনায়াসে দেশবিদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে বা গবেষণা করে দিন অতিবাহিত করতে পারতেন। বড় বড় আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করতে পারতেন। এমন ডাক পেয়েছিলেন প্রচুর। কিন্তু তিনি অক্লেশে সেসব মন থেকে সরিয়ে সারাজীবন পড়ে রইলেন তুলনায় অখ্যাত রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে। প্রথমে অধ্যাপক, পরে অধ্যক্ষরূপে। আর কলেজ ছুটির পর তাঁর ঠিকানা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। কখনো সমিতির সাধারণ সদস্য, কখনোবা সভাপতি। কিছু উৎসাহী তরুণ বিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন বিজ্ঞানের উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ খোঁজার কাজ। পাশাপাশি চলল সাহিত্য সাধনা। ছাত্রের এহেন আচরণে তাঁর শিক্ষাগুরু পেডলার সাহেব পর্যন্ত কুপিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে সরানো যায়নি।

কী ছিল তাঁর আদর্শ? সেই সময়টা তাহলে একবার ভাবা যাক। আজ থেকে একশো–দেড়শ বছর আগের কথা। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা গবেষণা সব–ই তখনো হত, কিন্তু তা কতিপয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তার প্রসাদ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাত না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সমস্যাটা বুঝেছিলেন যে যতদিন না মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ হচ্ছে ততদিন অন্ধ সংস্কারগুলো মানুষের মন থেকে দূর হবেনা। তাই ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে আমৃত্যু লেগে রইলেন সেই কাজে। বিজ্ঞানকে নিয়ে এলেন সাহিত্যের আঙিনায়। তার জন্যই উপযুক্ত পারিভাষিকের খোঁজ। আর আমরা পেলাম বাংলা ভাষা ভারী সুন্দর সুন্দর কিছু প্রব বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ঘটলো এক অনন্যসাধারণ মেলবন্ধন।

তাঁর আগে কি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু এত সহজভাবে, এত প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে এর আগে কেউ লেখেননি। বিভিন্ন দুরূহ বিষয়কে তিনি উপভোগ্য ভাষায় বর্ণনা করলেন। সাধারণের কাছে সেযুগে বিজ্ঞান ছিল এক বিদেশী বিষয়। কিন্তু সেই বিজাতীয় উপাদানকে স্বদেশীয় পদ্ধতিতে রান্না করে তিনি তাদের কাছে পরিবেশন করলেন। সে খাদ্য যে কতটা সুস্বাদু তা একটু পরখ করে দেখা যাক। 'পরমাণু' প্রবন্ধে অণু–পরমাণুর গঠন ও পদার্থের তিনটি অবস্থায় তাদের চেহারা যেভাবে তুলে ধরেছেন–'একফোঁটা জলকে যদি কোনরূপ বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করতে পারি–যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি — তবে সেই জলের ফোঁটার এক একটি অণু এক একটি বেলের মত বড় দেখাইবে। সে কথা যাক, এই অণুগুলি জলেরই অণু ইহারাই জলীয় বাষ্পের আকারে খোলা মাঠে ছুটিয়া বেড়ান, তরল জলে ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, ঠোকাঠুকি করিয়া ছুটিতে চাহেন, আর কঠিন বরফে সারি বাধিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকেন ও দুলিতে থাকেন। এই অণু ভাঙিলে পরমাণু পাওয়া যায়। সেই পরমাণুতে আর জলত্ব থাকে না, উহা অক্সিজেনের পরমাণু আর হাইড্রোজেনের পরমাণু।' বিজ্ঞানের স্বর্গ থেকে নেমে আসার প্রতীকী অর্থ যে কী তা আশা করি সকলের কাছে পরিষ্কার।

যে কোনও মানুষের জীবনে তাঁর পরিবারের একটা প্রভাব থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন যেখানে নিয়মিত সাহিত্যপাঠ, সাহিত্যচর্চার

আসর বসতো। ছিল এক সমৃদ্ধ পাঠাগার। সেখানে আসতো নানা পত্রপত্রিকা। ছোটবেলা থেকেই উনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'–এর নিয়মিত পাঠক। এলফিনস্টোন, গ্রিন, হিউম, গিবন প্রমুখের লেখাও তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই পড়ে ফেলা। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও তার পাশাপাশি দর্শন, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। সেই প্রভাব আমরা তাঁর লেখায় পাই। 'জিজ্ঞাসা' নামক প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞানের বেশ কিছু বিষয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রায় একই ধারা লক্ষ্য করা যায় 'কর্মকথা' প্রবন্ধেও। আবার 'প্রকৃতি' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে আছে বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি। ডারউইন, হাক্সলে, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দুরন্ত কাজগুলি তিনি অসাধারণ গদ্যরীতিতে বর্ণনা করেছেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা বর্ণিত হয়েছে 'মহাশক্তি' প্রবন্ধে। আবার 'জ্ঞানের সীমানা'–তে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতিকে।

একজন বিজ্ঞানী ও একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য কোথায় সেই প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'চরিতকথা'য় ভারী সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— ''বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিসকে ীবনের কাজে লাগাইয়া যেন–ন–প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবনযাত্রায় দৌড়াইয়া চলিতেছে আশেপাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশেপাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর সাধারণকে ন দেখান, তখন তাহারা নূতন দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন — 'দেখ, এত বাস্তবিক সত্য, তা তুমি এতদিন দেখ নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে।' সাহিত্যিক বলেন— 'দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এতকাল তাকাও নাই, ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবনযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়। ''একজন যেখানে সত্যের অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন।''

১৮৬০–৭০ এই দশকে বাংলার আকাশে জন্ম নিয়েছিল এক ঝাঁক নক্ষত্র। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে একেকজন যুগপুরুষ। সেইসব নক্ষত্রের আলোয় স্নান করে বাংলা হয়েছে পুণ্যভূমি, বাঙালি হয়েছে ধন্য। তেমনই এক রত্ন হলেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী। ১৮৬০–র ২০ আগস্ট মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম। সুতরাং এ বছর তাঁর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি হল। প্রায় নিঃশব্দেই কেটে গেল বছরটা। সরকারি বা বেসরকারি স্তরে তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়ল কি?

পাঠকের কলম

কুৎসা থেকে সাবধান

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

মহাশয়, আমি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কিছু কথা এই সংবাদপত্রে জানাতে চাই। পাঠকরা ভুল বুঝবেন না। এই লেখা আমার কাউকে আঘাত করার জন্য একেবারেই নয়। রাজনীতি করার জন্যও নয়। রাজনীতি তার জায়গায় থাকুক। আমার বলার উদ্দেশ্য এক শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং রাজনীতির লোকজন তারা ক্রমাগত সরকারের কাজকর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে যাচ্ছেন। কুৎসা করে মানুষজনকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি ও উপলব্ধি করছি। সরকারের কাজে ভাল ও মন্দ দুইই থাকে। ভাল কাজের দিকগুলির প্রচার যেমন দরকার ঠিক তেমনি ভুল কাজের সমালোচনাও দরকার। তবে সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া একান্তই দরকার। তাতে কাজ আরো ভাল হয়। কিন্তু অনবরত কুৎসা নিন্দা ইত্যাদি চলে তবে নানাবিধ ক্ষতি হয়। এই সরকারের বয়স তিনবছরের কিছু বেশি, দলটাও সবার ছোট। যার কর্ণধার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অতি অল্প সময়েই নানাবিধ কর্মপ্রয়োগের মাধ্যমে তার পরিচয় মানুষ পাচ্ছে। আমি তো ডাঃ বিধান রায়ের পরেই এই নেত্রীকে মূল্য দিতে পারি। উদাহরণ হিসাবে অশান্ত জঙ্গলমহল এবং জ্বলন্ত দার্জিলিং আজ শান্ত। তারপর তার নানাদিক থেকে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত। রেলমন্ত্রী থাকাকালীনও তার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তবু কেন তাকে এত কুৎসিত সমালোচনা, ষড়যন্ত্র করে নানা উপায়ে তাকে মেরে ফেলার থেকে শুরু করে সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা। আজ আমরা জন সাধারণ এই নোংরা রাজনীতির খেলা দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছি। এর থেকে সবাইকে সাবধান হতে হবে। নচেৎ আমরা কিন্তু আবার দুর্দিন আসার জন্য অপেক্ষা করছি। যেটুকু পরিবর্তন আসার জন্য মানুষ স্বস্তি পেয়েছে, তা কিন্তু অচিরেই সমাপ্তি ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু মারামারি, খুনোখুনি একদমই চায় না। কিছু স্বার্থবাজ দলপালটানো রাজনীতিবিদরা সব সময়েই সুযোগ খোঁজেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, নিজের ভোললালসার জন্য। এরাই সমাজকে বিষাক্ত করে, নোংরা রাজনীতি করে মানুষজনকে বিভ্রান্ত করে। তার সঙ্গে কিছু সংবাদপত্র এবং মিডিয়ার ভূমিকাও কম নয়। ভুলে গেলে চলবে না স্বামীজী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাবধানবাণী দিয়ে বলেছেন, ''যেদিন ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদ ভুলে রাজনীতি সর্বস্ব হবে সে দিন ভারতের পতন অনিবার্য।'' আজ এটাই আমরা দেখছি, ঠাকুরও শেষকালে জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে ''চৈতন্য হউক'' এই আশীর্ব্বাদ করেছেন। তাই আজ বিশেষ করে দরকার ঠাকুর, মা স্বামীজীকে।

আজ এখানেই শেষ করছি। 'আলিপুর বার্তার' সকলের জন্য রইলো বিজয়ার প্রণাম, নমস্কার, প্রীতি শুভেচ্ছা। ছোটদের জন্য ভালবাসা।

ইতি

বীরু রায়, সিঁথি

'আলিপুর বার্তা'কে সাধুবাদ জানাই

পশ্চিমবঙ্গের মা–মাটি–মানুষের সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইং ৩০শে অক্টোবর, ২০১৪ এক ঝাঁক শিল্পপতিকে নিয়ে সাগরে পর্যটনের প্রসারে যে বৈঠক করেছিলেন, তার খবর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

তাং–১০.১১.২০১৪

শুভেচ্ছা

বংকিমচন্দ্র হাজরা

বিধায়ক ও চেয়ারম্যান

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ,

গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

লেখাপড়া

ভূগোলের ভয় অহেতুক

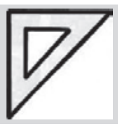

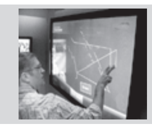

টার্গেট মাধ্যমিক ২০১৫
ভূগোল

প্রাকৃতিক ভূগোল

'ভূমিরূপ' (নম্বর ৫) (একটি ৫ নম্বরের বড় প্রশ্ন থাকবে)

১. উৎপত্তি ও গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে সঞ্চয়জাত সমভূমির উদাহরণ ও চিত্র সহ শ্রেণিবিভাগ কর।

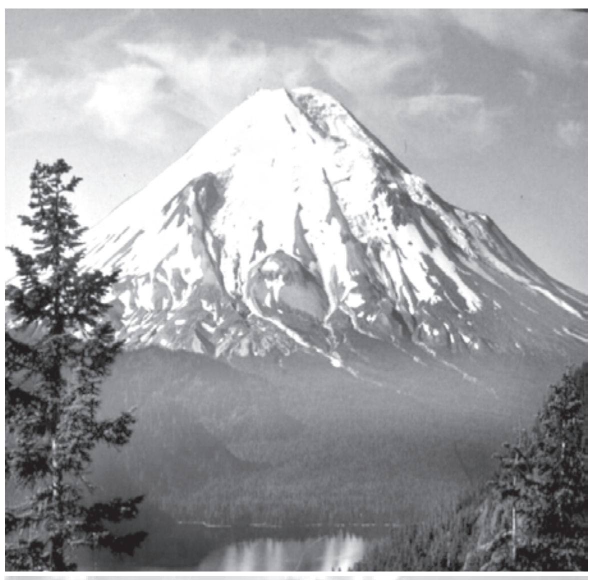

২. ভঙ্গিল পর্বতের গঠন প্রক্রিয়া চিত্রসহ উল্লেখ কর।

অথবা

ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি পাত সংখ্যা তত্ব অনুসারে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. উদাহরণ সহ স্থূল পর্বতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

৪. আকৃতি ও গঠন অনুসারে সঞ্চয়জাত পর্বতের শ্রেণি বিভাগ করে প্রতিটির উৎপত্তি চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর।

(নম্বর ২/৩)

১. ক্ষয়জাত পর্বত ১) আগ্নেয় পর্বত, ২) সমপ্রায় ভূমি, ৩) মোনাডনকা ৪) টেথিস সাগর, ৫) ক্ষয়জাত পর্বত, ৬) পদদেশীয় সমজমি বা পেডি ফেট কাকে বলে?

আহববিকার (নম্বর ৫) (থাকার সম্ভাবনা প্রবল)

১. তাপের প্রভাসে সংঘটিত যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা কর, অথবা, যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা কর।

(নম্বর ৩/২)

১. উষ্ণ মরু অঞ্চলে কোন ধরনের আবহবিকার বেশি হয় এবং কেন?

২. রাসায়নিক আবহবিকার কোথায় কেন বেশি লক্ষ্য করা যায়?

৩. যান্ত্রিক নং রাসায়নিক আবহবিকার

৪. শব্দমোচন কি? হাইড্রেশান ও হাইড্রোলাইলিস

'নদী, হিমবাহ, বারুর কাজই (নম্বর ৫) (প্রশ্ন থাকবেই)

১. নদীর ক্ষয়কাজের ফলে সৃষ্ট যে কোনো তিন প্রকার ভূমিরূপের উৎপত্তি চিত্রসহ বর্ণনা করো।

২. নিম্নগতিতে নদী সৃষ্ট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভুমিরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩. নদী ও হিমবাহের ?? তুলনামূলক বিবরণ দাও।

নম্বর ৩/২

১. প্লাবন সমভূমি কি? ২. বার্খান সিখ বালিয়াড়ি, ৩. বালিয়াড়ি ৪. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ নদীর মধ্য নিম্ন প্রবাহে গঠিত হয় ৫. মরুদ্যান ৬. লোয়েস সমভূমি ৭. হিমদ্রোনি ৮. ? রেখা ৯. ঝুলন্ত উপত্যকা

'বায়ুমণ্ডল' স্বর ৫ (থাকতে পারে)

১. উষ্ণতার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

নম্বর ৩ অথবা ২

১. রাসায়নিক গঠন বা উপাদানগত তারতম্যের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২. আয়নোস্ফিয়ার কাকে বলে, ৩. ওজোনস্তর ৪. মেরুপ্রভা ৫. ক্ষুব্ধ মন্ডল, ৬. ল্যাক্সরেট

বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি' আর্দ্রতা/অধঃক্ষেপণ

নম্বর ৫ (থাকতে পারে)

১. তরলাকারে অধক্ষেপনের শ্রেণিবিভাগ করো, প্রতিটি বিভাগের পরিচয় দাও।

২. পৃথিবীর বিভিন্ন তাপবলয়ের চিত্রসহ বিবরণ দাও।

৩. বিভিন্ন প্রকার নিয়তকার প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৪. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বায়ুর উষ্ণতার তারতম্যের কারণ গুলি আলোচনা কর।

৫. পৃথিবীর বিভিন্ন চাপবলয় গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

নম্বর ৩/২

১. ITCZ ২. বাইস ব্যালটসূত্র ৩. সমুদ্রবায়ু vs স্থলবায়ু ৪. শিশির ৫. সূর্যবাত vs প্রতীপ ঘূর্ণবাত ৬. চরম আর্দ্রতা vs আলোসিক্ত আর্দ্রতা ৭. সমবর্তন রেখা ৮. চিন্ধক ৯. স্টিভেনশন গ্রিম

'বারিমণ্ডল' (থাকবেই) নম্বর ৫

১. উঃ আটলান্টিক সমসাগরের সমুদ্রস্রোতের বিবরণ দাও।

২. চিত্রসহ জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টির বিবরণ লেখো

নম্বর ৩/২

১. ভরা কোটাল vs মরা কোটাল ২. উপসাগরীয় স্রোত ৩. শৈবাল সাগর ৪. সিজিগঃ ৫. দুটি সূক্ষ্ম জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৪ ঘন্টা ৫২ হয় কেন? ৬. মৌসুমী স্রোত ৭. বানভাস

আঞ্চলিক ভূগোল

১. পশ্চিম হিমালায় ভূপ্রকৃতি আলোচনা কর।

২. উত্তর ভারতের সমভূমির ভূ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩. ভূ প্রকৃতির দিক থেকে হিমাদ্রি হিমালয়ের গুরুত্ব লেখো।

(পূর্ণমান ২/৩)

১. খাদর vs ভাঙ্গর ২. পূর্বঘাট vs পশ্চিমঘাট ৩. তরাই অঞ্চল বলতে কি বোঝ? ৪. ছোটনাগপুর মালভূমি ৫. মালনাদ ও ময়দান কি? ৬. মেঘালয় মালভূমির বৈশিষ্ট্য লেখো ৭. লাজক ৮. পূর্বাঞ্চল

নদ–নদী (পূর্ণমান–৫) (১টা আসবেই)

১. উত্তর পশ্চিম ভারতের নদ নদীর বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

২. গঙ্গা অথবা সিন্ধু নদের গতিপথ আলোচনা কর।

পূর্ণমান ২/৩

১. দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে বন্যার প্রকোপ কম কেন? অথবা উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বন্যার প্রকোপ বেশি হয় কেন?

২. গঙ্গার তিনটি প্রধান উপনদীর নাম লেখো। ৩. ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন নাম গুলি গতিপথ অনুযায়ী লেখো।

জলবায়ু (পূর্ণমান ৫)

১. ভারতের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক সমূহগুলি সম্পর্কে লেখো।

২. ভারতের জলবায়ুতে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব লেখো।

৩. ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

পূর্ণমান ৩/২

১. ভারতের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক সমূহ গুলি সম্পর্কে লেখো।

২. ভারতের জলবায়ুতে দক্ষিণ–পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব লেখো।

৩. ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্টগুলি লেখো।

পূর্ণমান ৩/২

১. তামিলনাড়ু বা করমন্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাতের কারণ লেখো।

২. মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা বলতে কি বোঝ? ৩. পশ্চিমী ঝঞ্ঝা কি?

৪. মৌসুমী বিস্ফোরণ কী? ৫. আম্র অথবা কফি বৃষ্টি কি?

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

(৫ নং আসার সম্ভাবনা নেই) পূর্ণমান ৩/২)

১. সামাজিক বনসৃজন ২. বনমহোৎসব ৩. সমুদ্রের লবনাক্ত মৃত্তিকায় ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সৃষ্টির কারণ লেখো, ৪. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখো।

মৃত্তিকা (পূর্ণমান–৫) না পড়ার সম্ভাবনাই বেশি

পূর্ণমান (৩/২)

১. রেগুর কী? ২. কৃষ্ণ মৃত্তিকার বৈশিষ্ট লেখো। ৩. মৃত্তিকা ক্ষয়ের পদ্ধতি গুলি লেখো, ৪. ভূমি ক্ষয়ের কারণ ও তা প্রতিরোধ গৃহীত ব্যবস্থাগুলি লেখো।

জলসেচ (পূর্ণমান ৫)

১. ভারতের কৃষিতে জলসেচের গুরুত্ব লেখো।

(পূর্ণমান ৩/২)

১. বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ২. DVC ৩. ভাকরা–নাঙ্গাল ৪. নিত্যবহ vs প্লাবন খাল ৫. সেচবাঁধ vs বহুমুখী বাঁধ ৬. দাক্ষিনাত্যে জলাশয়ে জলসেচ বেশি প্রচলিত কেন? ৭. উত্তরভারতে নলকূপ জলসেচ অধিক প্রচলিত কেন?

কৃষিকাজ (পূর্ণমান ৫)

থাকবেই (আবশ্যিক)

১. গম, চা, পাট, কফি চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা কর।

(পূর্ণমান ৩/২)

১. সবুজ বিপ্লব ২. অর্থকরী ফসল ৩. রবিশস্য vs খারিফ শস্য ৪. ভারতে ধান চাষের পদ্ধতিগুলি লেখো ৫. ভারতে কৃষির সমস্যাগুলি লেখো।

শিল্প (পূর্ণমান ৫)

১. পূর্ব ও মধ্য ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ কী?

২. ভারতে মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্পের বর্ণনা দাও।

৩. পশ্চিম ভারতে পেট্রোরসায়ন শিল্পের উন্নতির কারণ দাও।

(পূর্ণমান ৩/২)

১. পূর্ত শিল্প ২. SAIL ৩. Tisco ৪. ভারতের রূঢ় ৫. ভারতের ম্যানচেষ্টার ৬. ভারতের দুটি রেল বগি নির্মাণ কেন্দ্রের নাম লেখো ৭. পরিবহনের দোলক নীতি কী? ৮. লৌহ ইস্পাত শিল্পের সমস্যা লেখো। ৯. সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে বস্ত্রায়ণ শিল্পের উন্নতির কারণ লেখো।

এশিয়া

পূর্ণমান–৫) আবশ্যিক

১. এশিয়ার নদীগুলিকে প্রবাহের দিক অনুসারে বিভক্ত করে যে কোনো একটি প্রধান বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. এশিয়া মহাদেশকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করে যে কোনো একটি অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩. নিরক্ষীয় জলবায়ু ও মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্টের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৪. এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৫. এশিয়া মহাদেশের নদনদীগুলির প্রবাহের দিক অনুসারে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৬. এশিয়া মহাদেশের জলবায়ুর বৈচিত্র্যের কারণগুলি লেখো।

(পর্ণমান ৩/২)

১. আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে নির্গত পর্বতশ্রেণীগুলির বিবরণ দাও।

২. দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন শিলা গঠিত নিম্ন মালভূমির বিবরণ দাও।

৩. এশিয়ার উষ্ণতম ও শীতলতম স্থান।

৪. উত্তরবাহিনী নদীগুলির মোহনায় প্রতিবছর বন্যার সৃষ্টির কারণ লেখো।

৫. এশিয়াকে বৈচিত্র্যের মহাদেশ বলা হয় কেন?

৬. বাম–এ–দুনিয়া কি

৭. স্বর্ণরেনুর নদী বলতে কি বোঝ?

৮. এশিয়ার স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতার কারণগুলি লেখ?

৯. যুগ্ম নদী কি?

১০. সত–এল–আরব কাকে বলে?

১১. পামির গ্রন্থি কি?

১২. মধ্যএশিয়ার কয়েকটি গিরিপথের নাম লেখো।

১৩. এশিয়া মহাদেশের মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির বিবরণ দাও।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি
ও
YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন : ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ : সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন : ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১
FREE WIFI
পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

স্বর্গে যায় সততা

প্রথম পাতার পর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দলটাকে পরিচালনার মাধ্যমে শুভ শক্তিকে জয়ী করেছেন। এতবড় একটা শতিকে কখনও ধান্দাবাজী–দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হতে দেন নি। এতকিছুর পরেও পুরো দলটার যে একজন অবশেষে স্বর্গে পৌঁছেছে সে হল সততা। যাবার পথে শক্তি, লক্ষ্যভেদ, আনুগত্য সবকিছুকেই পথের পাশে ফেলে যেতে হয়েছে। অতএব সততা সবার উপরে। সেখানে আপন পর বলে কিছু নেই। নিকট আত্মীয়কেও সততার জন্য ত্যাগ করতে হয়, মহাভারত যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের প্রধান যিনি সংবিধানে শপথ নিয়ে স্বেচ্ছায় দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েছেন মহাভারতের শিক্ষাই তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। একদিন তৃণমূল দল উঠে যেতে পারে, ছোট–বড় নেতারা সরে পড়তে পারে। সব হারিয়ে সততাই স্বর্গের পথ করে দেবে স্বচ্ছতা থাকলে। মমতার সামনে সারদা একটা সুযোগ যা চিহ্নিত করে দেবে তাঁর সঙ্গী সাথীদের। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেছে নিতে পারবেন প্রকৃত বন্ধুদের। তৃণমূল নেত্রীকে মনে রাখতে হবে তাঁর কোনও নেতা–মন্ত্রী তাঁকে ক্ষমতায় আনেনি। এনেছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। এরাই মমতার আসল কর্মী। কিন্তু নেত্রী দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না এই কর্মীদলে ক্ষয় শুরু হয়েছে। এক্ষয় রোধ করতে এখন শুধু বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে উন্নয়নের মাধ্যমে জবাব দেবার সময়। শত বিতর্কের মাঝে উন্নয়নই হবে মানুষকে কাছে টানার একমাত্র হাতিয়ার।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই তেমনটা হচ্ছে না। আর্থিক দুর্নীতি থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সব কিছুকে অকপটে স্বীকার না করে ক্রমশঃ তাঁর রাজনৈতিক জীবন সঙ্কুচিত করে ফেলছেন বাংলার মানুষের আশা–ভরসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের একটা সরকারকে তিনি তাঁর লড়াই দিয়ে সরিয়েদিতে পেরেছেন, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সঙ্গী সাথীদের সরাতে তাঁর দ্বিধা থাকার কথা নয়। তিনি কি যেনতেন প্রকারেন তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতে চান? তবে ফের পরিবর্তনের অশনি সংকেত অপেক্ষা করছে। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না। পরিবর্তনের পর উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছিল ডামাডোলের বাজারে তা গতি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। সামনে নির্বাচন। ফের মানুষের রায় দেবার পালা। উন্নয়ন বজায় না থাকলে সে রায় যদি বিরোধীমুখী হয়ে যায় তাহলে দোষ দেওয়ার থাকবে না। সেই কবে থেকে পিছোতে পিছোতে বাংলার মানুষ ক্লান্ত। এবার কি তারা কেন্দ্রর সমমনোভাবাপন্ন সরকার চায়? ভবিষ্যৎ এর উত্তর দেবে।

হইচই খালি সারদায়

প্রথম পাতার পর

হরিণডাঙার বাসিন্দা নারায়ণ গৌড়েরও একই অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ বাওয়ালী গ্রামে এনভিডি এবং রোজভ্যালির অনেক এজেন্ট পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ইডি রোজভ্যালি অফিসে তল্লাশি চালিয়ে যে নথি পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে রোজভ্যালি বাজার থেকে অন্তত ১৫ হাজার কোটি টাকা তুলেছে। প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট অনুযায়ী যা সম্পূর্ণ বেআইনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ, ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, সাগর, নামখানা, পাথর প্রতিমা, বজবজ এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগে টাওয়ার গ্রুপেরও রমরমা বাজার ছিল। অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক–যুবতী এই সংস্থার এজেন্ট হয়ে বাজার থেকে টাকা তুলেছিল। কিন্তু সেই সংস্থাও মুখ থুবড়ে পড়েছে। বজবজের ডোঙারিয়ার বাসিন্দা কনক মন্ডল এই সংস্থার এজেন্ট ছিলেন, তিনি বললেন, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তার আমানতকারীরা ফেরৎ পায়নি। সে জন্য তাঁকে হেনস্থা হতে হচ্ছে। টাওয়ার গ্রুপের হাজার হাজার আমানতকারী তাদের ন্যায্য পাওয়া আদায়ের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। কাগজপত্র আলিপুরে জমাও পড়েছে। কিন্তু আশাব্যঞ্জক কোনো খবর নেই। এই সমস্ত সংস্থার এজেন্টেদের দাবি রাজ্য সরকার যেমন সারদার ক্ষতিপূরণের জন্য ভেবেছে তখন এদের জন্যও কিছু ভাবুক।

বিশেষ সংযোজন: সারদা কাণ্ডে মূল চক্রী হিসেবে সুদীপ্ত সেনকে দীর্ঘদিন কারাবন্দি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু সিবিআইকে লেখা তার চিঠিতে সুদীপ্ত উল্লেখ করেছিলেন আরও এক চিটফাণ্ড কর্তা তাকে এই ব্যবসায় নামান। যে পরবর্তীকালে একটি সংবাদপত্রের মালিকও হন। এখনও এই ধরনের চিটফাণ্ড কর্তারা গ্রেফতার হননি কেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

তৃণমূলের সমাবেশ

ক্যানিং। শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সমাবেশের আয়োজন হয়। যুব সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিক মজুমদার, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি অঞ্জন দাস, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি তৃণমূলের শৈবাল লাহিড়ী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সরকার, ক্যানিং–১ যুব সভাপতি পরেশরাম দাস প্রমুখ। এদিনের সমাবেশে জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী বলেন আগামী ২৯ নভেম্বর ক্যানিং–২ ব্লকের জীবনতলা চলো জেলা তৃণমূল যুব আহ্বানে। জীবনতলা চলো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটাজী, কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে ক্যানিং তথা সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞও চলছে। যা বিরোধীরা চোখে দেখতে পাচ্ছে না। পরিকল্পিতভাবে বিরোধীরা অপপ্রচার করছে, সরকারকে বদনাম করার জন্য। মানুষই এর যোগ্য জবাব দেবে। ক্যানিংয়ে স্টেডিয়াম নির্মাণ হচ্ছে। নির্মাণ হচ্ছে মহকুমা শাসক ভবন, পঞ্চায়েত সমিতি ভবন, ক্যানিং আদালত, মডেল স্কুল, মর্টেল, ছাত্রী নিবাস, ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম প্রমুখ উন্নয়নমূলক কাজ। এমনকি ক্যানিং মহকুমা ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে কয়েকশো গভীর নলকূপ। রাজ্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে এই মহকুমা পাইপ লাইনের মাধ্যমে মানুষের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। শৈবাল লাহিড়ী যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাজ্য সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের সরকারে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছে যুবক–যুবতীদের জন্য বাম–সংস্থানের জন্য। জেলার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সরদার বলেন, সারদা তৈরি হয়েছে ২০০৬ সালে। মানুষই এর গণতান্ত্রিক ভাবেই জবাব দেবে। রাজ্যে সম্প্রদায় সম্প্রতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে বিজেপি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি অঞ্জন দাস, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল প্রমুখ।

স্কুল–চত্বরে ছাত্রীকে মারধরে অভিযুক্ত সহপাঠীর পরিবার, প্রতিবাদ–বিক্ষোভ

মেহবুব গাজি: এক সহপাঠীকে প্রেম নিবেদন নিয়ে দুই ছাত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল ও মারধরের ঘটনায় বৃহস্পতিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তাল হল কাকদ্বীপ অক্ষয়নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যানিকেতন। কাকদ্বীপ থানার পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। এই ঘটনায় সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রী বেধড়ক মার খেয়ে কাকদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই মারধরের ঘটনায় যুক্ত সপ্তম শ্রেণীর অন্য এক ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক। অসুস্থ ছাত্রীর চিকিৎসার ব্যয় বহন করবে স্কুল।

পাশাপাশি ছাত্রীকে মারধরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিসকে জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্রী ক্লাসের এক ছাত্রকে প্রেম নিবেদন করা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। গত কয়েকদিন আগে স্থানীয় শিবপুর ও বসন্তপুরের দুই সহপাঠী ক্লাসের এক ছাত্রকে প্রেম নিবেদন করতে চায়। প্রেম নিবেদন নিয়ে দুই ছাত্রীর মধ্যে বচসা হয়। বুধবার বচসার জেরে বসন্তপুরের ছাত্রীকে স্কুলের মধ্যে মারধর করে শিবপুরে ছাত্রী। এরপর টিফিনের সময়ে বসন্তপুরের ছাত্রী বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সব কথা খুলে বলে। টিফিনের পর আবার ক্লাস শুরু হলে স্কুল–চত্বরে শিবপুরের ছাত্রীকে ধরে ব্যাপক মারধর করেন বসন্তপুরের ছাত্রীর বাবা দুরন দাস, মা রিনা দাস, দাদা সুকেশ দাস ও পিসি ময়না দাস। ছাত্রীর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে কিল, চড়, লাথি মারে বলে অভিযোগ। ছাত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অচৈতন্য অবস্থায় ছাত্রীকে ফেলে রেখে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। পরে স্কুলের অন্য পড়ুয়ারা দেখতে পায় অসুস্থ ছাত্রীকে। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

এই ঘটনার জেরে এদিন স্কুল শুরুর পর নিগৃহীত ছাত্রীর পরিবারের লোকজন ও পড়ুয়াদের অভিভাবকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চত্বরে। দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে বিক্ষোভ। সন্ধেয় কাকদ্বীপ থানার পুলিস স্কুলে যায়। জখম ছাত্রীর মা চৈতালী দাস লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। বিক্ষোভের জেরে স্কুলে জরুরী বৈঠকে বসে পরিচালন কমিটি। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক আশিস মাইতি বলেন, 'ছাত্রীর চিকিৎসার ব্যয় বহন করবে স্কুল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে পুলিসকে।

সাতলাখি মৎস্য...

বঙ্গোপসাগর থেকে ধরা ৫০ কেজি ওজনের এই তেলেভোলা মাছটি গত বৃহস্পতিবার ডায়মন্ডহারবার নগেন্দ্রবাজার আড়তে বিক্রি হয় ৭ লক্ষ টাকায়। ছবি : শুভজিৎ দাস

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন. আই. টি নং ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ তারিখ ২৬/১১/২০১৪–এ ৭টি টিউবওয়েল, মাঠ ভরাট, একটি বিল্ডিং রিপেয়ারিং, চেয়ার টেবিল সরবরাহ–এর টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য ০৮/১২/২০১৪ তারিখ বেলা ৪.০০ টা পর্যন্ত কাজের দিনে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

2028/28.11.14

Alipur Barta : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.6, 29 November - 5 December, 2014, Page-6

আনন্দনিকেতন এবং কাটোয়ার রূপকার

ডা: হরমোহন সিংহ আজও স্বপ্ন দেখেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

কাটোয়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত আটটা। ওখান থেকে আরও পাঁচ কি.মি. দূরে খাজুরডিহি গ্রাম। আর ওখানেই আনন্দনিকেতন। আড়াইশ খানিক বিভিন্নরকম মানসিক সমস্যাযুক্ত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন বয়সের মানুষের বসবাস এখানে। এঁরা কেউ অনাথ, কেউ খঞ্জ, কেউ বিকলাঙ্গ। কারোর কারোর বয়স আবার আশি পেরিয়েছে। এঁদের দেখভালের জন্য আরও শ' দেড়েক লোক। অর্থাৎ শ' চারেক লোক থাকেন এই আনন্দনিকেতনে।

রাত হলেও তখনো ঘুমাননি এখানকার প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা ডা: হরমোহন সিংহ। তিনি ঠিক এরকমই। এখানে কেউ আসছেন শুনলে, না আসা পর্যন্ত চিন্তায় থাকেন। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। এই ৯১ বছর বয়সেও তিনি অন্যের চিন্তায় কাতর। তাঁর চিন্তার অবসানে সেই রাত্রেই দেখা করেছিলাম। এখনো কি সপ্রাণ, কি অমায়িক, কি আন্তরিক। মাথা নত হয়েছিল। তাঁর কথা জানতে চেয়েছিলাম। নিজের কথা বলেননি। বলেছিলেন, 'কাল সকালে পুরোটা ঘুরে দেখলেই হবে। আমি এমন কেউ নয় যে আমার কথা জানতে হবে।' একটা স্নিগ্ধতা তাঁর আচরণে।

তাঁর কথা, তাঁর কাজ জানার জন্য সাতসকালে উঠেছিলাম। চারদিক সোনালী ধানক্ষেত। এরমধ্যেই দ্বীপের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আনন্দনিকেতন। মূল বড় বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। একটি কিশোরী এসে হাত চেপে ধরল। বলল, 'বাবা, তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন আসনি কেন? জান, তুমি আসনি বলে আমার মনে খুব কষ্ট। তোমাকে আর ছাড়ব না।' একনাগাড়ে সে সব কথা বলে গেল। পেছন থেকে একজন বললেন, 'যোগু, বাবাকে তবে পেলি? আর ছাড়িস না।' তাকিয়ে দেখলাম, পাকা বাড়িটার সিঁড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক নামছেন, যিনি এই কথাগুলো বললেন। যোগু আমাকে নিয়ে বসাল একটি গাছের তলায়। ওখানে সিমেন্টের চাতাল। যোগুর দেখাদেখি আর একজন এসে বসল আমার পাশে। সে বলল, 'কাকু তুমি আসনি কেনগো এতদিন?' ভাবতে থাকি, আমারতো আসার কথা নয়, আমিতো আগে আসিওনি কোনোদিন, আজ হঠাৎ এসেছি। সমস্ত রহস্য পরিস্কার করলেন, শুভাশিস সিংহ, যিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। পেশায় প্রাক্তন শিক্ষক শুভাশিসবাবু আনন্দনিকেতন-এর কোষাধ্যক্ষ। তিনি বললেন, 'ওরা বড় ভালোবাসার কাঙাল। ওদের পরিবারের লোকেরাতো পথেঘাটে ছেড়ে চলে যায়। নানা জায়গায় ঘুরে এখানে আসে। তাই, ওরা পথ চেয়ে অপেক্ষা করে কখন আসবে বাড়ির লোক। বাড়ির লোক অধিকাংশক্ষেত্রে আসে না। অন্য যাঁরা আসেন, তাঁদেরকে এইভাবে আঁকড়ে ওরা বাঁচতে চায়, ভাবে ওঁরাও ওদের পরিবারের লোক।'

এইসব কথার মধ্যে ওখানে এসে বসেন আনন্দনিকেতন-এর সম্পাদক সুব্রত সিংহ। তিনি বললেন, 'এখানকার আবাসিকরা এখানে নিজেদের মতন ঘুরে বেড়ায়। ওরা নিজেদের বন্দী মনে করে না। সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের পরিচালক মন্ডলীর মানসিকতার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে এইধরনের সংস্থা খুব কম আছে, যেখানে আবাসিকদের সঙ্গে সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ কিংবা অন্যান্য কর্মকর্তারা রাত্রিবাস করেন।' আসলে সংস্থার আন্তরিকতা, মানবতা ছুঁয়ে যায়

যাওয়া আসার পথে পথে

এইধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদেরও। আর সেটা সম্ভব হয়েছে সংস্থার সভাপতি চিকিৎসক হরমোহন সিংহ-র জন্য। তিনি ১৯৮৮ সালে আনন্দনিকেতন প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকে বুঝেছিলেন, মানসিক প্রতিবন্ধী, আর্থিক প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ অভিন্ন। এঁরাও মানুষের অধিকার এবং সুযোগসুবিধা নিয়ে বাঁচতে পারেন। সেই মানুষদের নিয়েই তাঁর ভাবনা, তাঁর কাজ।

তাঁর কাজ আজ সকলের নজর কেড়েছে। বহু বড় বড় মানুষ এখন এখানে আসেন। তাঁদের কথা তাঁরা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'আনন্দনিকেতনে যদি না আসতাম হরমোহনদার কর্মকান্ড না দেখে বঞ্চিত হতাম। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সহজে জীবনে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আনন্দনিকেতন সত্যই সার্থক।' এইভাবেই বহু মানুষ হরমোহনবাবুর কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন।

আর সেটা সম্ভব হয়েছে হরমোহন বাবুর স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়নের ফলে। কোথাও যেন তিনি সাধারণ স্তর থেকে অনেক অনেক দূরে পৌঁছে গেছেন। এই কারণেই মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষেরাও তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন না। এখানকার আবাসিক বছর ৬৫-এর প্রদীপ বিশ্বাস শিক্ষকতা করতেন একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। উদ্ভিদবিদ্যায় এমএসসি পাশের পর গবেষণা করছিলেন। মাথার অসুখ হল। 'সবসময় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত। ডাক্তার হরমোহন সিংহ আমাকে এখানে নিয়ে এসে বাঁচালেন।' প্রদীপ বাবু এখন এখানকার ছাপাখানার শিল্পী, ছবি আঁকেন। আর এই ছাপাখানার ম্যানেজার হৃদয় ধর। তিনিও 'ডাক্তারবাবু'র বিষয়ে কেমন আনমনা হয়ে যান। ভালো লাগে তাঁর এই ডাক্তারবাবুকে, এই আনন্দনিকেতন। জানতে ইচ্ছে করে মহান এই মানুষটিকে। যিনি এতগুলো মানুষের জীবন বদলে দিয়েছেন। যিনি এতগুলো মানুষের বাঁচার ইচ্ছেটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখান থেকে বহু মানুষ সুস্থ হয়ে আবার ফিরে গেছেন তাঁদের স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে।

গতকাল ২৮ নভেম্বর ছিল হরমোহন সিংহ-র ৯১ তম জন্মদিন। ১৯২৪ সালে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সুদপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। সুদপুর এম ই বিদ্যালয়ে হরমোহন শিক্ষাজীবন শুরু করে চলে আসেন কলকাতার ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউসানে। ওখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। এই স্কুলে পড়ার সময় তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। এখানেই তিনি ব্রতচারী শিখেছিলেন ব্রতচারী প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত-র কাছ থেকে। এখনো সেই স্মৃতি তাঁর অমলিন। 'গুরুসদয় আমার বগলের ভেতর দিয়ে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা কোমর ঝুঁকিয়ে নাচতে লাগলাম। পরে ওঁর সঙ্গে নাটোরের রাজবাড়িতেও একসঙ্গে নেচেছি।' এটা বলার পর সেই ১৪ বছর বয়সে শেখা ব্রতচারীর গান গড়গড় করে বলে চলেন 'ডাক্তারবাবু'। 'ব্রত লয়ে সাধব মোরা বাংলা সেবার কাজ/ বাংলা সেবার সাথে সাথে ভারত সেবার কাজ/ ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব-মানব সেবার কাজ....'

'ডাক্তারবাবু' সেই ব্রতই পালন করে চলেছেন আজও। আজও আর্তের সেবায় তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। যা শুরু করেছিলেন সেই ছাত্রজীবনে। তাঁর কর্মজীবন বৈচিত্রময়। ১৯৪৯ সালে তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। পরে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৭৭ সালে তন্তুশ্রীর চেয়ারম্যান হন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৪ বছর সুদপুর অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। ১৯৮৮ সালে খাজুরডিহি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দনিকেতন। ১৯৯২ সালে জড়বুদ্ধি শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৭ সালে 'জুভেনাইল হোম' প্রতিষ্ঠা এবং আনন্দনিকেতন রুরাল ক্যানসার ডিটেকশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্য আর এক দিক।

বহু খ্যাতিমান মানুষের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। একসঙ্গে কাজ করেছেন সুবোধ চৌধুরী, আবদুল্লাহ রসুল, সরোজ মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে। নানারকম কাজের মধ্যেও ডাক্তারি ছাড়েননি। তাইতো গোটা এলাকায় তিনি 'ডাক্তারবাবু' নামে পরিচিত। কাটোয়ার উন্নয়নের জন্য নানা কাজ

করেছেন। কাটোয়ায় লাইব্রেরি, কলেজ, নতুন নতুন রাস্তা, অনেক উন্নয়নের কাজ তাঁর আমলে হয়েছে। তিনি এলাকাটাকে বদলে দিয়েছেন। তাই, লোকে তাঁকে 'কাটোয়ার রূপকার' বলে।

'কাটোয়ার রূপকার' চিকিৎসক হরমোহন সিংহ একসময় বুঝতে পারেন, অন্যান্য রোগের মতন মানসিক রোগও এখন অনেক বাড়ছে। তাই খাজুরডিহিতে প্রতিষ্ঠা করেন মানসিক রোগীদের জন্য 'আনন্দনিকেতন'। এই গ্রামের একদিকে গঙ্গা, বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখন্ড, বিখ্যাত সতীপীঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী, অন্যদিকে বাণিজ্যকেন্দ্র দাঁইহাট। চারদিকের মিলনস্থল জামাইমারি। প্রথমে ৪২ বিঘা জমির ওপর এখানে কাজ শুরু করলেও এখন আনন্দনিকেতনের কাজের পরিসর অনেক বেড়েছে।

তিনটি ক্যাম্পাসে জায়গার পরিমাণ প্রায় তিনশ বিঘা। একটি ক্যাম্পাসে আনন্দনিকেতন রুরাল ক্যানসার ডিটেকসান অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, আর একটিতে শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। অন্যটি মূল কেন্দ্র, যেখানে সব আবাসিকরা থাকেন, এছাড়া আছে আনন্দনিকেতন পাঠাগার, নানারকম হাতের কাজের কেন্দ্র, বৃদ্ধাবাস শান্তির নীড়, শিশুবোধ নিকেতন, সমাজসেবী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জড়বুদ্ধি শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষণ কেন্দ্র, জুভেনাইল হোম প্রভৃতি।

এসব গড়ে তোলার পেছনে 'ডাক্তারবাবু' অনেককে সাথী হিসেবে পেয়েছেন। সেই সাথীদের কথা তিনি বলতে ভোলেন না। তিনি বলছেন, 'আনন্দনিকেতন গঠনের প্রাক্কালে বহু মানুষের সাহায্য আমি পেয়েছি। যেমন, কলকাতা থেকে এসেছিলেন অরুণ ভূষণ গুহ। আনন্দনিকেতনের জমি জায়গা কেনার ক্ষেত্রে তিনি সবরকম দায়দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই 'আনন্দনিকেতন বুলেটিন' প্রথম প্রকাশিত হয়। এইভাবেই চন্দ্রপুরের সুকুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যাসচিব তরুণ দত্ত, ডা: অজিত মুখার্জি, প্রশান্ত দাস প্রভৃতি বহু মানুষ আনন্দনিকেতন-এ এসেছেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেছেন।' সেই তালিকা অনেক বড়। সবার সহযোগিতা এবং ডা: হরমোহন সিংহ-র সুদক্ষ পরিচালনায় 'আনন্দনিকেতন' যথার্থই আনন্দময় হয়ে উঠেছে।

সেই আনন্দের কথা লিখেছেন এখানকার এক কর্মী রমানাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'আনন্দনিকেতন' কবিতায়।

গাছ গাছালির সবুজেতে ঢাকা
আনন্দনিকেতন
ক্ষেপা-বোবা-কালা সব আছে খোলা
ঘুরিছে সর্বক্ষণ
মনে হয় যেন তীর্থের মঠ
রঙে রূপে আলো করা
প্রতিদিনই হয় এই নিকেতনে
মঙ্গল ঘট ভরা.......

এই কবিতায় রমানাথ ডাক্তারবাবুর কথা লিখেছেন এইভাবে-

শুধু ডাক্তার নন তিনি আর
আমাদের ভগবান
সেবকের দল মোরা অবিরল
গাহি তাঁর জয়গান।

না, তিনি জয়গান শুনতে চান না। তিনি স্তুতি শুনতে চান না। তিনি চান 'আনন্দনিকেতন' আরো বড় হোক। যেসব আবাসিকরা আছেন, তাঁরা ভালোভাবে থাকুন, ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র কিংবা অন্যান্য যেসব পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেগুলি যাতে সহজে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে, অবিরাম এই চিন্তাই করছেন ডাক্তারবাবু, সংস্থার সম্পাদক সুব্রত সিংহ এবং আনন্দনিকেতন-এর কর্মকর্তারা। এরজন্য আরো মানুষ চাই, আরো মানুষ।

ভালো মানুষরাই পারবেন আনন্দনিকেতন-এর আনন্দের ধারা বহমান রাখতে। সেই ধারাতেই হরমোহন বাবুর আজ সবকিছুই আনন্দনিকেতন। আনন্দনিকেতনই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন এবং আরও অনেক কিছু।

অমাবস্যার রাতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে গভীর রাতে "বৃহন্নলা" বোনকে নিয়ে দাদা যজ্ঞের আসরে

কুনাল মালিক

(শেষ পর্ব)

তারাপীঠ : ঘড়ির কাঁটায় রাত পৌনে তিনটে। হঠাৎ শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে একটি বিকট ধ্বনি শুনতে পেলাম—বলো হরি হরি বোল...। আমরা কংক্রীটের রাস্তায় উঠে অন্ধকার পথ পেরিয়ে শবদাহ করার চিতার কাছে এলাম। দেখলাম কাঠের চিতার ওপর এক বৃদ্ধ শবদেহকে নিচের দিকে মুখ করে শুইয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। শবযাত্রীরা সৎকার করতে ব্যস্ত। জানা গেল মৃত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত চক্রবর্তী। ৪০ কিলোমিটার দূরে মহম্মদ বাজার থেকে মৃতদেহ নিয়ে শবযাত্রীরা এসেছেন। মৃতের পুত্র তারাপদ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলাম শবদেহ উপুড় করে শোয়ানো কেন? তিনি উত্তর দিলেন, বাবা তারাপীঠে প্রায়ই আসতেন সাধনা করতে। বাবা মৃত্যুর আগে এভাবেই সৎকারের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আমরা এবার শ্মশান থেকে বের হবার পথ ধরলাম। শরীর ক্লান্ত। ঘড়িতে রাত ৩টে ১১ মিনিট। শ্মশান থেকে বের হবার মুখে ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি ঝুপড়ি ঘরে হঠাৎ চোখ চলে গেল। ঝুপড়ির দরজা আধখোলা। ভিতরে দুজন সুন্দরী সুসজ্জিতা মহিলা পায়চারি করছেন। একজন অল্প বয়স্ক দাড়িওলা সাধু পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। একজন কমবয়েসি যুবককেও দেখা যাচ্ছে। এত রাতে ওখানে কি হচ্ছে? কৌতুহল হল। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার সুকুমার বলল, চলো দাদা, দেখেই যাই। আমি দরজা ঠেলে বললাম, আসতে পারি? সাধুজী বললেন, আসুন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, এখানে কি হচ্ছে? সাধুজী বললেন, ব্রাহ্ম মুহূর্তে শান্তিযজ্ঞ হবে। আমি দুই সুন্দরী মহিলার দিকে দেখছিলাম। মনে হল ওরা বিদেশিনী। সাধুকে বললাম, ওই মহিলারা কি 'ফরেনার'? সাধুজী স্মিত হেসে বললেন, না ওরা ফরেনার নন, পুরুষও নয় মহিলাও নয়। ওরা উভলিঙ্গ। চমকে উঠলাম। এও সম্ভব? অর্থাৎ 'বৃহন্নলা' (হিজরে')। সাধুজী বললেন, ওনার দাদা রঞ্জন বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি রঞ্জন বাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। উনি জানালেন, জন্ম থেকেই আমার বোন ইন্দ্রানী এই অবস্থার শিকার। কি করব ওকে ফেলে দেবো। ও আজ একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিতা মহিলা। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করে। সঙ্গের জন ওর বান্ধবী। প্রতিবছর আমরা শান্তির জন্য এখানে যজ্ঞ করতে আসি। আমি ক্যামেরায় ছবি তুলতে গেলে, রঞ্জনবাবু সবিনয়ে বলেন, দেখুন এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নাইবা ছবি তুললেন। আমি ছবি না তুলে রঞ্জন বাবু এবং ওনার বোনকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসি।

প্রায় ভোর হতে চলেছে। তারা মায়ের মন্দিরের সামনে একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরই তারাপীঠ তার ছন্দে ফিরে আসবে। অমাবস্যার রাতে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হল তারাপীঠের মহাশ্মশানে। আরো অনেক অজানা ঘটনা এই শ্মশানের অন্তরালে আছে যা আমাদের দেখা হয়ে ওঠেনি। আগামী ২০ ডিসেম্বর বকুল অমাবস্যায় আবারও আসব এই শ্মশানে। সেই অমাবস্যার রাতের অভিজ্ঞতা আবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

ভারতবর্ষ চিরকালই ঐতিহ্য এবং পরম্পরার মিশেল বহন করে আসছে। তাই এই দেশে পা রেখে আলেকজান্ডারের মতো মহাবীর পর্যন্ত অবাক বিস্ময়ে সেলুকাসের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ'। এই বৈচিত্র্যের নানা খণ্ড দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। তারাপীঠ তার একটা বড় উদাহরণ।

বস্তুত অমাবস্যার রাতে তারাপীঠ যেন এক জীবন্ত দলিল হয়ে ওঠে। যেখানে মানব জীবনের নানা অবয়ব ফুটে ওঠে অভিনব ভঙ্গিতে। এবারের তারাপীঠ সফরে এসে সেই অভিজ্ঞতাই পুনরায় লাভ করলাম। যতবারই এই দেবীর পবিত্র ভূমিতে পা দিয়েছি এইরকম নানাবিধ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আগামীতেও এর অন্যথা হবে না তা নিশ্চিত। আসলে তারাপীঠ এমনই এক মায়াবী আকর্ষণের জায়গা যেখানে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বলে রচিত হয় নানা জলজ্যান্ত নাটক।

হংসেশ্বরী মন্দিরের অবস্থা বেহাল, হতাশ ভক্তরা

মলয় সুর, বাঁশবেড়িয়া

হুগলির বাঁশবেড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী হংসেশ্বরী মন্দিরের বিভিন্ন অংশ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। অবিলম্বে মন্দিরটি সংস্কার না করলে হারিয়ে যাবে বাংলার এক ঐতিহ্য। বর্তমানে মন্দিরটি দেখভালের দায়িত্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থাকলেও অবস্থা ফেরেনি। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থী ও ভক্তরা মন্দির চত্বরের লাগোয়া জায়গাটায় মায়ের ভোগ গ্রহণ করেন । কিন্তু তার উপর নেই কোন ছাউনি।ফলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই ভক্তদের ভোগান্তি চরমে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় অভিযোগের সুরে জানালেন আপাতত মন্দির কর্তৃপক্ষ বাঁশ চট দিয়ে মাথার উপর ছোট্ট একফালি আচ্ছাদন দিলেও তা দিয়ে আটকায় না জল না আটকায় রোদ। কোন শক্তপোক্ত ছাউনি না হলে কোন লাভ নেই। বসন্ত বাবুর আরও অভিযোগ। এখানে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের মতো নিরাপত্তার রক্ষী নেই। তাই যে কেউ যে কোনও সময় মন্দির চত্বরে ঢুকে যাচ্ছে বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটা পরিণত হয়েছে অবাধ আড্ডা স্থলে। মন্দিরের নিরাপত্তার জন্য রক্ষীর একান্ত প্রয়োজন।

১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যপূর্ণ ১৩টি মিনার যুক্ত হংসেশ্বরী মন্দির বাঁশবেড়িয়া শহরের গর্ব। তৎকালীন রাজা নৃসিংহদেব কর্তৃক এই মন্দিরে নির্মান কাজ শুরু হয় ও রানী শংকরীদেবী এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বপ্নাদেশ অনুযায়ি মানবদেহ তত্ত্বের রূপে নির্মিত নীলবর্ণের কালীমূর্তি পদ্মফুলের উপর প্রতিষ্ঠা করেন ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। হংসেশ্বরী কালী খুবই জাগ্রত বলে প্রচারিত। আমাবস্যার রাত্রে কালীপুজোর সময় মাকে এলোকেশী রূপে মহা সমারোহে পুজো করা হয়। হংসেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন টেরাকোটার কাজ করা বিষ্ণু মন্দির ৩০০ বছরের অধিক প্রাচীন। এই টেরাকোটার কাজ দর্শনার্থীদের কাছে অতীব আকর্ষনীয়। ২ বিঘা জমির উপর এই মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পাশেই এখানকার রাজবাড়ি। এখনও রাজার বংশধররা কেউ কেউ সেখানে বসবাস করেন। সমগ্র রাজবাড়ি থেকে মন্দির পর্যন্ত ১০০ বিঘা এলাকাটিকে ঘিরে একটা ভাল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। মন্দির চত্বরের বাগানটি সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা সুন্দর সাজানো গোছানো। অবশেষে ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে মন্দির সংস্কারের দরুন ১০ লাখ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এরপর আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে হংসেশ্বরী মন্দিরের নিরিবিলি শান্ত মনোরম পরিবেশ সকল দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। গত ১৫ নভেম্বর আর্কেলজিওক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি ডিরেক্টর জয়ন্ত মাইতি ঐতিহ্যমন্ডিত হংসেশ্বরী মন্দিরে আসেন ও সহযোগিতা করবার আশ্বাস দেন।

চারাপোনার জনক হীরালাল চৌধুরী প্রয়াত

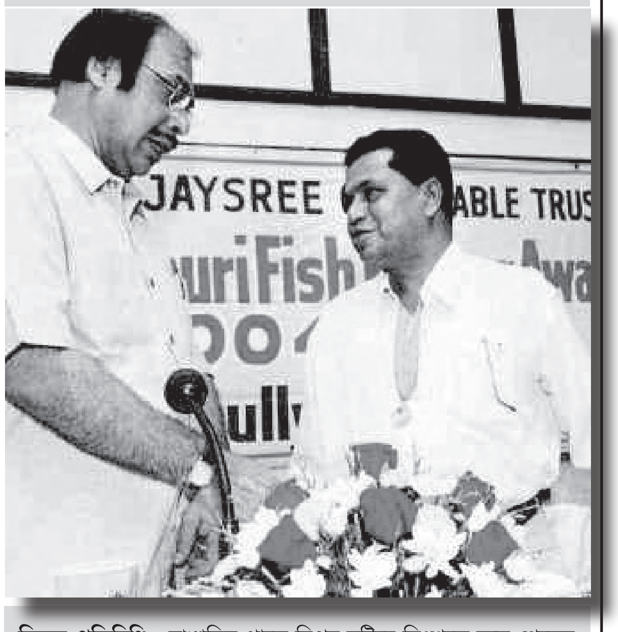

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির পাতে বিপ্লব ঘটিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন চারাপোনা আবিষ্কারক এক বাঙালি। নাম হীরালাল চৌধুরী। বাঙালি যে আজও পাতে এক টুকরো মাছ পায় তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এই বাঙালির। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সারা দেশে মাছ উৎপাদনের চারভাগের তিন ভাগই ছিল সামুদ্রিক মাছের দখলে। হীরালাল বাবুর আবিষ্কারের ফলে আজ দেশে উৎপাদিত মাছের ৬১ শতাংশই অভ্যন্তরীন জলাশয়ে উৎপাদিত স্বাদু জলের মাছ। নীল বিপ্লব ঘটানো এই বাঙালি গত ১২ সেপ্টেম্বর পৃথিবী ত্যাগ করলেন, শূন্যতা নেমে এলো মৎস্য গবেষক ও মৎস্যজীবী মহলে।

দিনটা ছিল ১৯৫৭ সালের ১০ জুলাই। এই দিনেই ওড়িশায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেশ অ্যাকোয়ালচার–এ (পূর্বতন ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার) মৎস্যবিজ্ঞানী ড. কে এইচ আলিকুনদির তত্ত্বাবধানে পোনামাছের প্রণোদিত প্রজননে (ইনডিউসড্ ব্রিডিং) সাফল্যলাভ করেন। অধ্যাপক হীরালাল চৌধুরীই প্রথমবার সাফল্যের সঙ্গে পিটিউটারি গ্রন্থির নির্যাস প্রয়োগ করে মাছে ডিম নিঃসরণ ও সেই ডিমের নিষেক ঘটিয়ে চারাপোনা উৎপাদন করেন। এরপর থেকেই বাজারে মাছের মাথা থেকে পিটিউটারি গ্রন্থির সংগ্রহ বাড়ে। এই স্মরণীয় দিন ১০ জুলাইকে ২০০১ সালের ভারত সরকার মৎস্যচাষি দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। আজ দেশে–বিদেশে মৎস্যচাষ নিয়ে গবেষণা চলছে কিন্তু হীরালাল বাবুর অবদান মানব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত হয়ে রইল।

১৯২১ সালে ২১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন হীরালাল চৌধুরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ সালে স্নাতক ও ১৯৪৩ সালে স্নাতকোত্তর লাভ করে সিলেটে এম সি কলেজে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগ দেন গবেষক হিসাবে। ১৯৫৫ সালে আমেরিকার আবাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিসারিজ ম্যানেজমেন্টে এম এস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর যোগ দেন তাঁর সিদ্ধপিঠ অ্যাকোয়াকালচার রিসার্চ সেন্টারে এবং চারাপোনা আবিষ্কারে সিদ্ধিলাভ করেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৬১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পান। গবেষণার জন্য আবাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছেন গামা–সিগমা–ডেলটা এ্যাওয়ার্ড, চন্দ্রকলা হোড়া মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল। রফি আহমেদ কিদওয়াই এ্যাওয়ার্ড, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশনের ডি এস সি সম্মান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামাঙ্কিত অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশি ও বিদেশি সংস্থা মৎস্যচাষ বিষয়ে তাঁর মতামতে ধন্য হয়েছে। সর্বোপরি তাঁর সব চেয়ে বড় সম্মান বাঙালির হৃদয়ে চিরকালীন স্থান করে নেওয়া। আজও যে তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে একটুকরো মাছ পাওয়া যায় তার জন্য বাঙালি কোনদিন ভুলবে না 'হিরো হীরালাল'কে। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

মাটি ও মানুষ

লোভের আঘাতে রক্তাক্ত শস্যখেত

মানুষের লোভ অন্তহীন। তীব্র গতিতে বাড়তে বাড়তে একসময় তা সভ্যতাকেই গ্রাস করে। বেশ কিছু বছর আগের এই লোভের বীজ রোপিত হয়েছে পৃথিবীর কৃষিক্ষেত্রে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে তোয়াক্কা না করে 'আরও বেশি ফসল, আরও বেশি মুনাফা'–এই ফর্মুলার আকর্ষণে মানুষ জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে, ব্যাকটেরিয়ায় জিন শস্যে প্রবেশ করিয়ে উৎপন্ন করতে শুরু করেছে এমন সব শস্য যা দেখতে সুন্দর, পোকামাকড়ের যম অথচ শরীরের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। কিছু দেশ তাদের প্রযুক্তি ও গবেষণার উন্নতির মাধ্যমে এমন সব বীজ উৎপাদন করতে শুরু করল যা একফসলি। যার থেকে আর বীজ পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকবার নতুন করে বীজ কিনতে হবে উৎপাদনকারী দেশের কাছ থেকে। অতএব মুনাফা বাড়বে। এতেই শেষ নয়। অন্য দেশের শস্য নিয়ে তার সঙ্গে অন্যশস্যের সংকরায়ন ঘটিয়ে নতুন শস্য উৎপাদন করে পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে কিছু দেশ। সবই মুনাফার লোভে। কিছু মানুষের এই লোভের আঘাতে স্থায়ীত্ব কমছে অসংখ্য সাধারণ মানুষের। কিভাবে? তা জানাতেই এই বিশেষ প্রতিবেদন।

জি এম ক্রপ

জি এম ও কি : জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে যে জীব পাওয়া যায় তাকে বলে জিনগত পরিবর্তিত জীব বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অরগানিসম্।

জেনেটিক্যালি মডিফায়েড উদ্ভিদ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১. আই বি এস সি (ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি)–র কাছে ফিল্ড ট্রায়াল–এর জন্য অনুমতি নিতে হয়।

২. আই বি এস সি অনুমতি দেওয়ার পর আর সি জি এম (রিভিউ কমিটি অন জেনেটিক মানিপল্যিউশন্) বায়োসেফটি রিসার্চ লেভেল–১ এর অনুমোদন দেয়।

৩. বি আর এল–১ এর জি ই এ সি অনুমোদন দেয় বিআরএল–২ (বায়োসেফটি রিসার্চ লেভেল–২) এর জন্য।

বি টি ক্রপস্

ব্যাসিলাস থারিনজেনেসিস নামক মৃত্তিকাস্থিত ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন শস্য মধ্যে প্রবেশ করে যে শস্য পাওয়া যায় তাই হল বিটি শস্য। এই বিটি জিন ক্রিস্টাল প্রোটিন নামক এক ধরণের বিষ তৈরি করে শস্যের মধ্যে ফলে পতঙ্গ এই উদ্ভিদকে আক্রমণ করলে সহজে মারা যায়।

যেমন : প্রাকৃতিক বেগুন, তুলো গাছে ব্যাসিলাস থারিনজেনেসিস–এর ক্রাই আই এ সি জিন প্রবেশ করে বিটি বেগুন বা বিটি তুলো তৈরি করা হয়। এই ক্রাই আই এ সি জিনটি বিষ প্রোটিন তৈরি করে। তা শস্যের মধ্যে থাকে। ফলে পতঙ্গ প্রবেশ করার সাথে সাথে মারা যায়।

- ২০১২–এর প্রধান ৪টি বায়োটেক ক্রপস্।
- সোয়াবিন মাত্র ১১টি দেশে চাষ হয়।
- তুলা মাত্র ১৫টি দেশে চাষ হয়।
- কেনোলা মাত্র ৪টি দেশে চাষ হয়।

- ভুট্টা মাত্র ১৭টি দেশে চাষ হয়।
- ৫০টি দেশ জি.এম.ও উপর 'আউটরাইট ব্যান' করেছে। দেশগুলির মধ্যে প্রধান হল জার্মান, রাশিয়া, চিন, ইউকে, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, সাউথ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

ক্ষতিকারক প্রভাব

জিএমও খাদ্য গ্রহণ করে এমন মানুষের দেহে নিম্নলিখিত ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা গেছে–

১. চর্মে খাদ্য অ্যালার্জি বৃদ্ধি –গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেছে জিএমও খাদ্য গ্রহণ করলে চর্মে অ্যালার্জি বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

২. দেহে বিষাক্ত পদার্থ বৃদ্ধি : জিএমও খাদ্যগ্রহণ করার ফলে দেহে টক্সিসিটি বেড়ে যায় এর ফলে ওবিসাইটি, ক্যানসার–এর সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

৩. প্রজনন–এর উপর প্রভাব : জিএমও খাদ্য গ্রহণ করার পর দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীদের দেহে প্রজনন ক্ষমতা ও জনন অঙ্গের পরিস্ফুটন কমে যাচ্ছে।

৪. পরিপাকের উপর প্রভাব : জিএমও ব্যবহৃত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসের জিন দ্বারা সৃষ্ট বিষাক্ত প্রোটিন আমাদের পরিপাক তন্ত্রের কোশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে পরিপাক জনিত বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

৫. দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নষ্ট হয় জিএমও খাদ্য গ্রহণ করার ফলে।

৬. প্রথাগতভাবে দেখা গেছে সাধারণ, শস্য–এ যে খাদ্যগুণ তাকে জিএমও শস্যে সেই খাদ্যগুণ কম থাকে।

- বায়োপাইরেসি ও পেটেন্ট কি?

কোনো জীব বা জীব উৎপাদিত বস্তু যে দেশে ব্যবহার আছে ও উৎপাদিত হয় সেই দেশ ও জনজাতিকে বাদ দিয়ে অন্যায়ভাবে পেটেন্ট করণের মাধ্যমে নিজের গুণ বলে দাবি করার ঘটনাকে বায়োপাইরেসি বলে।

কোনো নতুন প্রয়োজনীয় আবিষ্কার যখন সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ও তার উপর আবিষ্কর্তার অধিকারস্বত্ব জন্মায় তখন তাকে পেটেন্ট বলে।

আমাদের দেশ থোকে বায়োপাইরেসি কয়েকটির উদাহরণ–

১) ভারতের উৎপাদিত সুগন্ধী ও উন্নতমানের বাসমতী চালের একটি জাতের সাথে খর্ব ধরনের একটি ধান গাছে সংস্কারায়ণ ঘটিয়ে যে টেক্সমতী নামক সঙ্কর ধান তৈরি করার পেটেন্ট ইউএসএ–র 'রাইস্ টেক্ ইএনসি' কোম্পানি পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে এই পেটেন্টের মালিকানা বেআইনি ও অন্যায়।

২) নিম গাছ এর উপকারিতা ভারতীয় জনগণের বহু প্রাচীন অথচ ১৯৯৫ সালে ইউএসএ–এর ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ নিমগাছ থেকে প্রাপ্ত এক প্রকার অ্যান্টিফাংগাল কথা উল্লেখ করে ডব্লিউআরগ্রেস নামক ইউ এস এ কোম্পানি নিমতেলের পেটেন্ট পায়। এই পেটেন্ট–এর মালিকানা অন্যায় ও বেআইনি।

৩) বহুযুগ থেকে ক্ষত সারানোর জন্য হলুদ ব্যবহার ভারতবর্ষে মানুষের কাছে জানা অথচ ১৯৯৫ সালে মিসিসিপি মেডিক্যাল সেন্টার হলুদ দিয়ে ঘা সারানোর পেটেন্ট পেয়েছে আমেরিকা থেকে।

এইরকম প্রচুর ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক ওষুধ গাছ–এর ব্যবহার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক সংস্থা গুলি নতুন পেটেন্ট নিয়ে লাভবান হচ্ছে। এবং ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ জিএমক্রপ–এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ সারা দেশ জুড়ে সোচ্চার হয়েছে। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের কলকাতা ইউনিটের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেমিনার, প্রদর্শনী, আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। চাষীদের মধ্যে এব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে ইতিমধ্যেই স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ পদক্ষেপ নিয়েছে। শুভবুদ্ধির উদয় হয় কিনা তা ভবিষ্যতই বলবে।

অথৈ জলে রাজ্যের কিষাণ বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারের আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল রাজ্যের ব্লকে কিষাণ বাজার তৈরি। ১৭৬টি ব্লকে তৈরি হবে এই বাজার। ইতিমধ্যে ৪৮টি বাজার তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। খরচ করা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের কৃষকদের ফড়েদের হাত থেকে বাঁচানো। কৃষকরা নিজেরাই এইসব বাজারে তাদের পণ্য সরাসরি বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু সব উৎসাহ উদ্দীপনায় জল ঢেলে নীতি নির্ধারণের অভাবে বিধানসভায় কিষাণ বাজার বিল পাশ না হয়ে চলে গেল সিলেক্ট কমিটিতে। এমনকি প্রস্তাবিত পরিচালন কমিটিও তৈরি হয়নি এখনও। এখন আবার শোনা যাচ্ছে বাজারে হিমঘর তৈরির যে পরিকল্পনা ছিল তাও সরকার বাতিল করেছে। বেসরকারি সংস্থাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে হিমঘর তৈরি করতে। সব মিলিয়ে কিষাণ বাজার সফল করে বাস্তবায়িত হবে তা ভবিষ্যৎই বলবে। রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরুপ রায় প্রথম দিকে কিষাণ বাজার নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সেই উদ্যোগেও কেমন যেন হাল্কা মেজাজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শহরে শীতের আগমনী বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই অনুভব করা যাচ্ছিল তিনি আসছেন। মাসের শেষে রীতিমতো জাঁকিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে বাঙালির সাধের শীতকালের। ইতিমধ্যেই গরম পোষাকের পসরা নিয়ে ওয়েলিংটনে হাজির হয়ে গিয়েছেন ভুটিয়ারা। যথারীতি সেখানে শীতবস্ত্র কেনার ধুম শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর ধরে বাঙালির হনুমান টুপি ছেড়ে এক বিশেষ ধরনের 'কানকো' ব্যবহার করছেন। এতে অন্তত কানে শীতল বাতাস লাগা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া কলকাতার শীতের সঙ্গে এই বস্ত্র খুবই মানানসই। তাতে যেমন স্টাইলও হচ্ছে আবার নিজেকে রক্ষাও করা যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে। শীত মানে শুধু যে গরম বস্ত্র তা নয়, খাবার–দাবারের যাবতীয় সামগ্রীও এখন হাতের নাগালে। সকালে বাজারে গেলে সবজি থেকে নানা ধরনের গরম গরম খাবার এখন পাতে পাতে ঘুরছে। শীত মানেই জয়নগরের মোয়া আর সার্কাসের এক মেলবন্ধন। যথারীতি শহরের বড় পার্কগুলিতে সার্কাসের দল ঘাঁটি গাড়তে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে মানুষের ঢল নামা সময়ের অপেক্ষা।

কলাবীথির সাংস্কৃতিক মনোরম অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মছলন্দপুর : সাধারণ মানুষের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিকবোধ গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে মছলন্দপুর নিমতলার কলাবীথি। এরা আশেপাশের সাধারণ মানুষ ও ছোটদের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা গড়ে তুলতে বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গত ২ নভেম্বর মছলন্দপুরের নিমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। এছাড়াও এলাকার গুণীজনদের সংস্বর্ধনা দেওয়া হয়। পুতুল নাচ ও মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের মুকাভিনয় ছিল আকর্ষণীয়। সংস্থার কর্মকর্তা অনুপ মল্লিক বলেন, ''সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ ও শিল্পচর্চা গড়ে তুলতে আমাদের এই প্রয়াস।''

''রক্তের বন্ধনে''

শ্রী তাপস : গত ২ নভেম্বর রবিবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতা) আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। বেহালায় 'বিচিত্রা' নামক একটি বাড়িতে সকাল ৯টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী রক্তদাতাদের উপস্থিতি ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য এবং ওইদিনেই নবপ্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত হয় আরও একটি রক্তদান শিবির। মধ্য কলকাতা ও দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার দুই জায়গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আয়োজনে দুটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন শচীন সিংহ ও প্রিয়াংশু মণ্ডল। দুটি শিবিরই তাদের সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে মনে করেন ঐ দিনের শিবিরের আহ্বায়ক অক্ষয়কুমার সারেঙ্গী। রক্তদান শিবিরের দুটি সহযোগী লায়ন্স ক্লাব বেহালা (গ্রেটার) ও লায়ন্স ক্লাব বকুলতলা সরশুনা রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানায় এবং কৃতজ্ঞতা জানানো হয় সংঘের পক্ষে।

স্মৃতিবাসর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৮ই নভেম্বর (১৪) সন্ধ্যায় দমদম নাগেরবাজারে ডঃ অত্রি ভৌমিকের পরিচালনায় ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্যের সঞ্চালনায় ও রানী ভৌমিকের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশিষ্ট সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী অপর্ণা ভৌমিকের তেত্রিশতম প্রয়াণ বার্ষিক উৎসবে এক মহতী ''স্মরণসভা'' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীতের মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী অধ্যাপিকা অর্চিতা ঘোষ, বিশ্বনাথ সুর, সুস্মিতা ভৌমিক, শুক্লা সেনগুপ্ত, এষা ঘোষ, স্বপন সরকার, অভীক দাস চৌধুরী প্রমুখ। গিটার বাজিয়ে মুগ্ধ করেন রামমোহন ভট্টাচার্য্য। কবিতাপাঠ করেন ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, অর্ক ভৌমিক ও বিজয় ব্যানার্জী। শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন ক্যামেলিয়া গুহ এবং নীতিকা দাস। স্মৃতির তাড়নায় এই উৎসব সঞ্চালিত হলেও মাঝে মধ্যেই হাস্যরসের মাধ্যমে জীবনের জয়গান করা হয়।

দমদমে সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র : গত ২২ ও ২৩শে নভেম্বর যোগীপাড়া রোডে সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' গানের আসরে ঠুংরী ও দাদরা সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী তনুশ্রী গাঙ্গুলী। সঙ্গে হারমোনিয়াম, তানপুরা ও তবলা বাজান অভিজিৎ চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী ব্যানার্জী ও সমীর নন্দী। ত্রিতালে তবলার লহরা বাজিয়ে আপ্লুত করেন প্রতিভাবান শিশু শিল্পী নবাগত ভট্টাচার্য। বাঁশী বাজিয়ে মোহিত করেন অশোক কর্মকার। সাথে পার্কাসন ও তবলা বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী ও তড়িৎ আচার্য্য। পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে খেয়াল শোনান বেদান্তিকা মুখার্জী। কবিতা পাঠ করেন পদ্মা সেন। সঙ্গীত পরিবেশন করে আনন্দ দেন বিশ্বনাথ সুর, মধুমিতা ভট্টাচার্য্য, মৌসুমী সরকার, সৃজিতা মুখার্জী, সুতপা মুখার্জী, মানস সেনগুপ্ত প্রমুখ। সঙ্গে তবলা বাজান সমীর দাস। গিটার বাজান পার্থ কর্মকার। সঞ্চালক ছিলেন সৃজন সেন রায়।

মাঙ্গলিকী

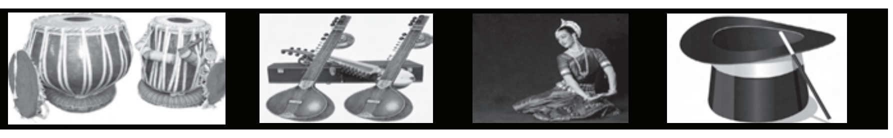

বড়িশার জাদু আড্ডায় সংবর্ধিত যুবা জাদু–প্রতিভা এস পাল

ছেলেবেলায় থাকতেন চেতলায়। ওখানেই জাদুকর শ্যামল কুমারের কাছে প্রথম জাদুর তালিম। পরবর্তী কালে তালিম নিলেন ভারত উপ–মহাদেশখ্যাত জাদু প্রশিক্ষক প্রয়াত জাদুকর গৌতম গুহর কাছে। তাঁর প্রদর্শনভঙ্গীতে এলো শৈল্পিক চিন্তাভাবনার ছাপ। অতি ধীর লয়ে ধ্রুপদী জাদুর খেলাগুলির প্রদর্শন তাঁর হাতে হয়ে উঠল বাঙ্ময়, দর্শকবৃন্দের 'চোখে লাগে ঘোর' আবার বাণিজ্যিক জাদু প্রদর্শনীতেও তিনি সফল। নিয়মিত চাকরি, সংসার সামলিয়ে প্রায় প্রতি রবিবারই তিনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে চুক্তি মতন বিভিন্ন জন্মদিনের অনুষ্ঠানসহ জাদু প্রদর্শনী দিতে নিয়ত ব্যস্ত। আবার 'জাদুকলা' নিয়ে অধ্যয়নের ফলে জাদুকরদের আসরে বিভিন্ন জাদুর খেলা নিয়ে অতি সমৃদ্ধ আলোচনাতেও দক্ষ। আর এই সব গুণাবলী মিলিয়েই যে জাদুকরের কথা বলা হচ্ছে, তিনি হলেন বরানগর নিবাসী জাদুকর শিবদাস পাল; তবে বাংলার জাদুজগতে পেশাদার জাদুকর হিসাবে তাঁকে সবাই চেনেন 'জাদুকর এস. পাল' (বরানগর) নামে।

গত ৯ই নভেম্বর বড়িশার জাদু আড্ডায় জাদুকর এস পালকে অতি উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হল। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল বিশেষ মানপত্র। মানপত্র রচয়িতা ও সেটি তৈরি করেছেন যিনি, তিনি বরিষ্ঠ জাদুকর, জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত। তিনিই মানপত্রটি পড়ে দিলেন। মানপত্রটি শ্রীপালের হাতে তুলে দিলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতা; সাথে রইলেন গোরা দত্ত, জে. পি. ব্যানার্জী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপাল সকলের উষ্ণ করতালিতে, অভিনন্দনে ভূষিত হলেন। জাদুকর হিসাবে শ্রীপালের দক্ষতার কথা বললেন এই বরিষ্ঠ জাদুকরবৃন্দই। শ্রী পালকে এছাড়া উপহার দেওয়া হল জি. শ্রীনিবাসের খেলা 'ফ্রুট ফোরকাস্ট'। আরও উপহার দেওয়া হল ভারত সরকারের প্রকাশিত 'জাদু সম্রাট পি সি সরকার' স্ট্যাম্প। সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রী এস. পাল বললেন এই সংবর্ধনা, এই ভালবাসা তাঁর কণ্ঠরোধ করছে। তিনি আজীবন মনে রাখবেন এই সন্ধ্যার কথা। পরে শ্রীপাল দেখালেন সুন্দর বাচনের সাথে কিছু ধ্রুপদী জাদু— সিল্কের রুমাল, পেন্সিল, কয়েন, সিগারেট, লাইটার, রঙীন পানীয় ভর্তি পেগ বিভিন্ন খেলাকে গাঁথলেন এক সূত্রে, পুরু রুটিনটি হয়ে উঠল অতি বিস্ময়সমৃদ্ধ উপভোগ্য প্রদর্শনী, বারবার জাদুকর দর্শকবৃন্দের করতালিতে মুখরিত হল সভাঘর। বড়িশা জাদু আড্ডার তরফে রইল হার্দিক অভিনন্দন। ভবিষ্যতে এই আড্ডায় শ্রীপালকে আবার আসতেই হবে...

এছাড়া এদিন হরেকরকমবা জাদুতে আড্ডা যারা সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন গোরা দত্ত, সুশীল দে, জে পি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ , জে কে স্যামুয়েল, অনুপ চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বালক বিশ্বক 'জাদু জাদু' খেলা করল। মায়াবালা ঠাকুরের রবীন্দ্র সঙ্গীত আসরকে দিল অন্য মাত্রা। সমীর গুহ ঠাকুরতা, শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতা চা–জল যোগ সহ, হৃদয়ের উষ্ণতায় সকলকে আবার করে নিলেন আপন। আর তাই বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার বললেন, এই জাদু আড্ডা আমার কাছে আপন বাড়ি।

শৈল্পিক ভাবনায় ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক বার্তা

বাপন মন্ডল ও ঈপ্সিতা নায়ক, মনের বিশিষ্ট ভাবনাকে দক্ষতার সাহায্যে মানুষের সামনে প্রকাশ করতে যাঁরা পারেন তাঁরাই প্রকৃত শিল্পী আর তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে

যদি শিল্প ও মানবিকতা মিলিত হয়ে যায় তবেই তাঁর দক্ষতার সার্থকতা। এরকমই ২৬জন শিল্পীকে নিয়ে 'আর্টিস্টিক ইম্প্রেশন' বিড়লা একাডেমি অফ আর্টস এন্ড কালচার–এ একটি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেন সঞ্জয় আচার্য। ১৮ নভেম্বর উদ্বোধনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনসস্টিটিউ অফ কালচার এর সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ মহরাজ। তিনি বলেন, 'মানুষের জীবনে ভোগ, বাসনা, লোভ, মোহ সব কিছুই থাকে, পরিশ্রমের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। শিল্পীরাও তাদের পরিশ্রমের জন্য এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছেন। চিত্র শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন নবকিশোর চন্দ্র, বিশ্বজিৎ মন্ডল, সুপ্রভাত ভাদুড়ি, ডলি মহান্তি ঘোষ, অনন্যা কুন্ডু, সুব্রত পাল, অনুরাধা গায়েন, অভিনন্দন বড়ুয়া, সঞ্জয় ঘোষ, শুভম গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ। এদের ছবির বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন যেমন প্রকৃতি, সমাজের অবক্ষয়, চিরন্তন প্রেম কখনও বা মুখাবয়ব। শিল্পী ডলি মহান্তি ঘোষ আক্ষরিক অর্থে চিত্রশিল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও নিজের সখেই তিনি তুলে ধরেন মনের ভাবকে সাদা ক্যানভাসে। মুখমণ্ডলকে তিনি বানিয়েছেন চিত্রের বিষয়''। অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ্র শিক্ষকতার বাইরেও তিনি একজন শিল্পী হিসাবে জানান, ''বিউটিফিক্ গেজ্'' অর্থাৎ দূর্গার আশীর্বাদি দৃষ্টি ছবিটি সম্পর্কে বলেন, 'মহিষাসুর বধের সময় সাধারণত দেবী দুর্গার যে রূপ দেখা যায় আমি এখানে সেই রূপ নয় অন্য এক রূপ তুলে ধরেছি। প্রদর্শনী থেকে আমার এই ছবিটি একজন কুড়ি হাজার টাকায় কিনলেন'। শিল্পীর শিল্পকর্মকে আর্থিক মূল্যে বিচার করা যদিও সম্ভব নয়, কারণ শিল্পীর সার্থকতা সেখানেই যেখানে তাঁর কর্ম দর্শকের মনকে স্পর্শ করছে। এছাড়া ভাস্কর্য্য রয়েছে আরও চার জনের। এঁদের একজন হলেন প্রিয়াঙ্কা কর যিনি গভঃ আর্ট কলেজের ছাত্রী ছিলেন। বিশ্ব উষ্ণায়ন এই বিষয়কে ভিত্তি করে তিনি তাঁর ভাস্কর্য্য তৈরি করেন যার নাম দেন–''আফটার দি এন্ড''। সেরামিক, ব্রোঞ্জ এসব হল তাঁর ভাস্কর্য্যে ব্যবহৃত সামগ্রী।'' ছবি কেবলমাত্র নয়, রয়েছে শিল্পীর মনের ভাবনা আবার কখনও কিছু বার্তা যা দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়। এভাবেই প্রদর্শনীটিতে শিল্পীও দর্শকের মেলবন্ধন ঘটেছে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে।

রাহুগ্রাসে ক্রিকেট–ফুটবল

ক্রিকেট বেটিংয়ের করাল ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেটিংয়ের কালো ছায়া ভারতীয় ক্রিকেটের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে অনেক দিন আগেই। আজহার অধিনায়ক থাকাকালীন ক্রিকেট গড়াপেটা নামক ভয়াবহ ভাইরাস ক্রিকেট মঞ্চকে সংক্রামিত করে। যার জেরে আজহার নিজে তো বটেই, তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত দুই তারকার ক্রিকেট জীবনেও ছেদ পড়ে। এরা হলেন অজয় জাদেজা এবং মনোজ প্রভাকর। হালফিলে যেমন

উঠতি তারকা শ্রীসান্তকে ছিটকে যেতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার বৃত্তের বাইরে। এখন তিনি অবশ্য ক্রিকেট ছেড়ে অভিনয় মজেছেন। আজকে আইপিএল এবং স্পট ফিক্সিং নিয়ে দুর্নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান শীর্ষ কর্তা শ্রীনিবাসন। তাঁর জামাইকে তো রীতিমতো শ্রীঘরবাসে যেতে হয়েছে।

এখন আইপিএল নিয়ে যেমন ক্রিকেট কলুষিত হচ্ছে আজহারের সেই অন্ধকার পর্যায়ে বেটিংয়ের সমার্থক হয়ে উঠেছিল শারজা। মধ্যপ্রাচ্যের এই ডেরা থেকেই ক্রিকেট জগতে বিষবাষ্প বয়ে আনার যাবতীয় কুকর্ম সারা হত। ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমে সেসময় উঁকিঝুঁকি মারত বহু অচেনা মুখ। এরাই হয়ে উঠেছিল ক্রিকেট জগতের হর্তা–কর্তা–বিধাতা। আশির মধ্যবর্তী সেই যুগে ভারত যখনই পাকিস্তানের মুখোমুখি হত তখন যেন তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যেত। অনিবার্যভাবে পাকিস্তানের সামনে পড়লেই ভারত হোয়াইট ওয়াশ হয়ে যেত। সেই অচলাবস্থা প্রথম কাটতে শুরু করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হওয়ার পর। বস্তুত সৌরভের হাত ধরেই গড়াপেটার ধাক্কায় ধুঁকতে থাকা ভারতীয় দল টিম ইন্ডিয়া হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে উঠে আসে। পরে এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভাদের সঙ্গে নিয়ে সৌরভের নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব ক্রিকেটে তার সম্মান পুনরুদ্ধার করে। পরে যার দৌলতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ফাইনালেও পৌঁছে যায় এই উজ্জীবিত ভারত। সেই প্রসঙ্গ অবশ্য এই মুহূর্তের আলোচনায় ঠাঁই পাবে না। যাওবা তুলে ধরা হল তা শুধুমাত্র একটু পুরনো স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য।

শারজা কাপের সেই কালো দিনগুলিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল, বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং মাফিয়া জগত একাকার হয়ে যায়। দাউদ ইব্রাহিম নামটা তখন থেকেই পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে শুরু করে। সত্যি বলতে কি, তখন দেশের ক্রিকেট আবহ অপরাধীদের এক ইশারায় সঞ্চালিত হত। ম্যাচ ফিক্সিং বা গড়াপেটার ব্যাপারটা চালু শব্দ হয়ে ওঠে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে। ভারতীয় ক্রিকেট অভিধানে এই শব্দটাই তখন পুরোধা হয়ে ওঠে। ফ্ল্যাশ ব্যাকে এটাও দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তখন বেটিংয়ের কারিগররা ক্রিকেট জগতে অপরাধ সংগঠিত করত। একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচের শুরু থেকে শেষ যাবতীয় কিছু নিয়ন্ত্রিত হত এই বেটিং চক্র দ্বারা। ধরুন দুই অধিনায়ক ম্যাচের প্রারম্ভে টস করতে গেলেন। অথচ আগে থেকেই গড়াপেটাকারিরা বলে দিত অমুক ক্যাপ্টেন টস জিতলে ব্যাটিং নেবেন বা ফিল্ডিং নেবেন। এদের হাতে পড়ে 'জেন্টলম্যানস গেম' ক্রিকেট হয়ে উঠেছিল মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। পরবর্তীকালে আইসিসি, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এ ব্যাপারে কড়া অবস্থান নিতে শুরু করে। আর এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেটে যেমন মোড় ঘুরিয়ে ছিলেন সৌরভ তেমনই আবার প্রশাসক হিসেবে বিশ্ব ক্রিকেটে বিশাল ছাপ রেখেছেন জগমোহন ডালমিয়া। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে ফের দুষ্ট চক্রের আনাগোণা বাড়তে শুরু করে। যে যুগের সূচনা হয়েছিল রাজনীতিবিদ–ক্রিকেট প্রশাসক শরদ পাওয়ার ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠার পর থেকে। এর পর তো আইপিএল দুর্নীতি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। এবারে ভারতীয় ক্রিকেটাকাশে মূল খলনায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন শ্রীনিবাসন। শারজার অতীত কলঙ্কের পুরনো ছবি যেন ফিরে ফিরে আসছে অভিনয় জগৎ, ক্রিকেট এবং রাজনীতিবিদদের ত্রহস্পর্শে। ভারতীয় ক্রিকেটের মধু চাখতে এদেশের তাবড় রাজনৈনিক নেতাদের অংশগ্রহণ বারবার চোখ টাটিয়েছে ক্রিকেট সমালোচকদের। এদের প্রশ্রয়েই ক্রিকেটের এই খারাপ দশা বলেও অভিহিত করেন এই বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে যার জেরে হয়তো ক্রিকেটের মানচিত্রে ব্যাপক রদবদলও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

এমনিতে ক্রিকেট দুনিয়া কালিমালিপ্ত হতে শুরু করে কিন্তু নির্ধারিত ওভারের খেলা শুরুর পর থেকেই। কেরি প্যাকার নামক এক ক্রিকেট রোমাঞ্চক এইসময়ে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো প্যাকারের ইশারায় সারা পৃথিবীর তারকা ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা বড় অংশ নির্বাসিত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু করে। এর মধ্যে ভারতের কেউ সাড়া দেননি, যা এদেশের পক্ষে গৌরবময় নিঃসন্দেহে। তাও এটা বলা চলে যে প্যাকারের এই সিরিজ ক্রিকেটের অন্য একটা দুনিয়াকে জনপ্রিয় করে তোলে। যার সুফল এখন বাণিজ্যিক দিক থেকে পাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্ব। ক্রিকেটকে বিপণনযোগ্য করতে কেরি প্যাকারকে স্মরণীয় পুরুষ হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়। প্যাকার এবং তার আমলে যে জিনিসটি খারাপ বলে প্রতিপন্ন করা হয় তা হল দেশের প্রতি আনুগত্য ভুলে তখন তারকা ক্রিকেটাররা এক নির্বাসিত দেশে সফর করেন।

আবার তারা যে দেশে এই ক্রিকেট পিকনিক সারতে গিয়েছিল সেই দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল বর্ণবিদ্বেষের দায়ে দুষ্ট। এই দিকটা বাদ দিলেও বলা চলে প্যাকারের সিরিজের তাও একটা তাৎপর্য ছিল। কিন্তু এই গড়াপেটার গন্ধ তখন ছিল না কোনওভাবেই। যেটা পরবর্তীকালে শুরু হয় শারজা পর্ব থেকে, এখন সংক্রামিত হয়েছে এই আইপিএলে। ক্রিকেট গড়াপেটার করাল ছায়ায় প্রাণ খোয়াতে হয়েছে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের মতো প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক, বব উলমারের মতো প্রশিক্ষককে। তাই জেন্টলম্যানস গেমে যাতে এই রবাহুতের পদধ্বনি না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হতে এই মুহূর্ত থেকেই।

ফুটবলের মক্কা দুর্নীতির পাকে

ক্রিকেটে বদনাম এদেশ কুড়াতে শুরু করেছে অনেকদিন ধরেই। মানে সেই মধ্য আশির সময় থেকেই এই দুর্নীতির সুনামি ভারতীয় ক্রিকেটকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলের কেশাগ্র কোনওভাবেই ছুঁতে পারেনি অন্ধকার জগৎ। কিন্তু একটা সারদা কাণ্ডের প্রভাবে ফুটবলের কৌলিন্যেও আঘাত হানতে শুরু করেছে। আরও একটু বিস্তারে বললে বলা চলে ভারতীয় ফুটবলকে তমসাচ্ছন্ন দিকে ঠেলে দিচ্ছে বাংলার ফুটবল। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল যে দুই প্রধান ক্লাবকে নিয়ে বাঙালির এত গর্ব তারাই কিনা এই তলানির আবহে নেতৃত্ব প্রদান করছে। ইতিমধ্যেই মোহন এবং ইস্ট দুই ক্লাবের শীর্ষ দুই কর্তা হাজতবাস করছেন। ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত সরকার ওরফে নীতুর গ্রেফতারির পর প্রথম থরহরিকম্প দেখা যায় গড়ের মাঠে। পরে যা দাবানলের আকার নিয়েছে মোহনবাগানের প্রধান কর্তা টুটু বসুর পুত্র সৃঞ্জয়ের গ্রেফতারের পর। টুটু বসুর নির্দেশে কার্যত ক্লাবের মূল চাবিকাঠিও ছিল এই সৃঞ্জয়ের হাতেই। শুধু তাই নয়। নীতু এবং সৃঞ্জয় যেন হয়ে উঠেছেন একই বৃন্তের দুই ফুলের মতো। দুই ক্লাবের এত রেষারেষিকে ছাপিয়ে গিয়েছে দুর্নীতির এই যুগলবন্দি। এক মালিকের হাতে দুই ক্লাব পরিচালিত হতে শুরু করেছে এক যুগ আগে থেকেই। সেই অর্থে অবশ্য অনেকটাই কমে এসেছিল আগের সেই তাপ উত্তাপ। তাও এখনও মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামলে যে পরিমাণ সদস্য–সমর্থক গিয়ে মাঠ ভরতি করেন আগামীতে এই উচ্ছ্বাস কতটা বজায় থাকবে সেটাও বড় প্রশ্ন। অথচ এই গড়ের মাঠে এমন অনেক ফুটবল সাধক বা প্রশাসক এসেছেন যাদের ধ্যানজ্ঞানই ছিল একমাত্র ফুটবল। নতুন প্রতিভা তুলে আনার জন্য নিজেদের ঘটি–বাটি বেচতেও দেখা গিয়েছে এই ফুটবল ভক্তদের। অথচ আজ কাচা পয়সার লোভে দেশের দু–দুটি সেরা ক্লাব নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। সারদা দুর্নীতির জেরে শতাব্দি প্রাচীন এই ক্লাব দুটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও সিজ হয়ে পড়ে আছে। ফলে দল গঠন থেকে খুঁটিনাটি যে কোনও কাজেই বিপাকে পড়তে চলেছে সবুজ মেরুন এবং লাল–হলুদ শিবির। বাংলাকে একটা সময় ধরা হত ভারতীয় ফুটবলের মক্কা হিসেবে। যদিও গোয়া এবং অন্য ক্লাবের দাপটে সেই রাজত্বে অনেক দিন ধরেই ঘুণ ধরতে শুরু করেছে। তাতে বলা যেতে পারে শেষ পেঁরেকটা গেথে দিল নীতু এবং সৃঞ্জয়ের এই জোড়া ধাক্কা। যা সামলে কবে যে এই দুই ক্লাব ঘুরে দাঁড়াবে সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক আয়োজিত আন্তরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতায় কেরালাকে হারিয়ে জয়ের শিরোপা ঘরে তুললো বাংলা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ফুটবল দুনিয়ার অতীতের দিকপাল প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন মহিলা ফুটবল দলের অধিনায়ক শান্তি মল্লিক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্তারা।

ছবি : উৎপলকুমার রায়

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

শহিদ ক্ষুদিরাম বসু, জন্ম : ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

বীর বিপ্লবী শহিদ। ১৯০২–এ মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। বিলাতী পণ্য বর্জন, স্বদেশি প্রচার প্রভৃতি কার্যে সক্রিয়তার দরুণ পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেন। যুগান্তর দল কর্তৃক তিনি মজঃফরপুরে প্রেরিত হন। উদ্দেশ্য সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। উদ্দেশ্য সফল হয়নি; ভিন্ন ব্যক্তি বোমায় নিহত হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, জন্ম : ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮

বিদুৎ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে স্বদেশে–বিদেশে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন। এছাড়া বেচারের উদ্ভাবকরূপেও তিনি সর্বজন পরিচিত। উদ্ভিদের প্রাণ সম্পর্কে তাঁর উদ্ভাবিত ক্রেসকোগ্রাফ্ যন্ত্র সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন এনেছিল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.এস.সি. উপাধি প্রদান করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে ''বসু বিজ্ঞান মন্দির'' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান অসীম।

দেশসেবক নিবারণচন্দ্র পাল

বিপ্লবী জননেতা। ফরিদপুর জেলায় স্বদেশি আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তিনি বহুবিধ জনহিতকর ও সংগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন দেশবিভাগজনিত বিপর্যয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যু : ২ ডিসেম্বর, ১৯৪২

পুলিন দাসের অনুগামী শিষ্যরূপে অনুশীলন দলে যোগদান করেন। বঙ্গ–ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এক রাজনৈতিক হত্যার জন্য পুলিস পশ্চাদ্ধাবন করলে আত্মগোপন করে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে কারারুদ্ধ হন। জেলেই যাঁদের জীবন কাটে ইনি তাঁদের দলের অন্যতম। 'বীরেনদা' নামে সকলের প্রিয়।

বিপ্লবী নায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জন্ম : ৪ ডিসেম্বর, ১৮৮০

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তর দলের পুরোধা ছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯২৫–এ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তাতে তিনি সফল হন। ভূপেন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের প্রণেতা, তন্মধ্যে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বইগুলি বিশেষ মূল্যবান।

দেশসেবক মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, জন্ম : ১৭ অগ্রহায়ণ, ১২৬৫

দেশকে ভালবেসে অকাতরে গোপন দান করে গেছেন। কুমিল্লায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটাতেন এবং অর্জিত বিপুল অর্থ অকাতরে জনসেবায় দান করতেন। তাঁর দানের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দান গ্রহণকারীকে শর্তানুযায়ী দাতার নাম গোপন রাখতে হত।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, জন্ম : ৩ ডিসেম্বর, ১৮৮৪

আজীবন দেশসেবক ও ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯১৭–তে গান্ধীজির সহচররূপে চম্পারণ সত্যাগ্রহ যোগদান করেন। পরে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দুবার কংগ্রেস সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন জীবনে বহুবার দেশের কাজে কারাবরণ করেন। ভারতীয় সংবিধান সভার সভাপতি ছিলেন। মনীষী ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ''ইন্ডিয়া ডিভাইডেড্'' উল্লেখযোগ্য।

বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী, জন্ম : ডিসেম্বর, ১৮৮২

যতীন মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার অন্যতম নায়ক ছিলেন। 'স্বদেশি ডাকাতি' ও বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক কার্যের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হন। হ্যারি অ্যান্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 'র‍্যাডিক্যাল পার্টি' গঠন করেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরিকুমার 'জনতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আঁকা শেখো

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

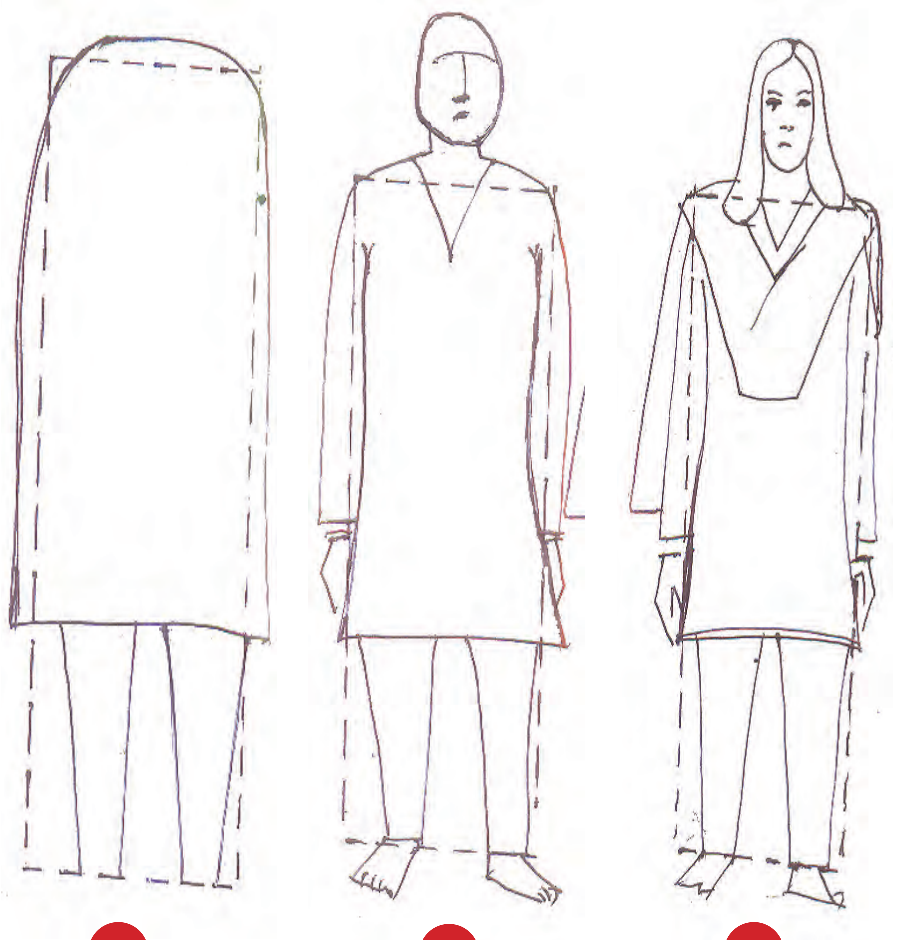

১ ২ ৩

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

ব্যাঙ

সুনীত হালদার

কান পাতলে পুকুরঘাটে
আওয়াজ গ্যাঁঙর গ্যাঁঙ
পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থাকে
আস্ত সোনা ব্যাঙ!
সোনা ব্যাঙ নামটা হলেও
নেই গায়েতে সোনা
জলে আবার ঝাপিয়ে পড়ে
খোঁজে ডিম পোনা!
ডাঙায় ওরা লাফিয়ে বেড়ায়
জন্ম ওদের জলে
ব্যাঙের ওপর ব্যাঙ চড়েছে—
এক্কা দোক্কা খেলে!
রাস্তা ধারে ছড়িয়ে আছে
ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা
বৃষ্টি এলে দু'চোখ মেলে—
ভেজে শরীর মাথা!
বৃষ্টি এলে খেলা ভুলে
গলায় ভাঁজে সুর
দোতারাটা হাতে নিয়ে
চলছে বহু দূর।
খিদে পেলে জিবে গেলে
হরেকরকম পোকা
সাপ আবার খেতে এলে
মারতে পারে ধোঁকা।
সবাই বলে দেখতে খারাপ
গায়ে মোটা জামড়া
হেসে খেলে দিন কেটে যায়
মুখ নয়তো গোমড়া।
ল্যাবে দেখ বুক চিড়েছে
কাটে গোটা ঠ্যাং
মারলে আমায় ''শহীদ'' হব—
তোমরা কুনো ব্যাঙ!!

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।